www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৩ ভাদ্র – ২৯ ভাদ্র, ১৪২৪ ঃ ৯ সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 46, 9 September - 15 September, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আধুনিক প্রযুক্তির ছোবল কত মারাত্মক হতে পারে

তা দেখাচ্ছে 'ব্লু হোয়েল' বা নীল তিমির খেলা। গেমের নেশা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে একের পর এক মেধাবী পড়ুয়ার।

রবিবার : কলকাতায় পার্কগুলিতে এবার বসতে চলেছে

সৌর বিদ্যুতের প্যানেল। রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত। তবু কেন এই উদ্যোগ? জানা গিয়েছে কলকাতার পরিবেশ রক্ষায় হয়েছে এই পরিকল্পনা।

সোমবার : ভারতে নারী শক্তির

উন্মেষকে আর একধাপ এগিয়ে দিলেন নির্মলা সীতারমন। মোদি মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী থেকে একেবারে পূর্ণ সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ চার মন্ত্রীর মধ্যে একজন। ইন্দিরা গান্ধির পর এক মহিলা যিনি দেশের প্রতিরক্ষা সামলাবেন, একেই বলে নারীর ক্ষমতায়ন।

মঙ্গলবার : উত্তর প্রদেশের হাসপাতালে ফের শিশু মৃত্যুর ঢল।

দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনে উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে একেবারে তলানীতে এসে ঠেকেছে তার প্রমাণ একের পর এক মৃত্যু মিছিল। এবারে কাঠগড়ায় অক্সিজেনের অভাব।

বুধবার : বেঙ্গালুরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হলেন সাংবাদিক গৌরী

লঙ্কেশ। কারা কি উদ্দেশ্যে খুন করল তার তদন্তে পরিবারের দাবি সিবিআই তদন্তের। এসব এড়িয়ে যথারীতি শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীরা বলছে এটা আরএসএস ও বিজেপির কাজ। পরিবার বলছে খুন করতে পারে কট্টর বামপন্থীরা।

বৃহস্পতিবার : ভোটে টাকার খেলা আটকাতে প্রার্থীদের সম্পত্তির

হিসাব দেওয়ার নিয়ম চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু প্রার্থীদের এই সম্পত্তির হিসাব মিলছে না আয়কর রিটার্নে। কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, সাহায্য চেয়েছে নির্বাচন কমিশনারেরও।

শুক্রবার : প্রায় ২৫ বছর পর মুম্বই বিস্ফোরণের রায় দিল

টাডা আদালত। তাহির মার্চেন্ট ও ফিরোজ আবদুল রশিদ খানের ফাঁসির সাজা হলেও যাবজ্জীবন হল আবু সালেমের। যদিও এই ভয়াবহ ঘটনার মূল চক্রী দাউদ ইব্রাহিম এখনও অধরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভৌ ভৌ ভক্কানিনাদে উত্তাল বাংলা

কটুবাক্যবাণে বিদ্ধ সরকারি কর্মীরা

পার্থসারথি গুহ

এমনিতে আমরা বলে থাকি কুকুর হল প্রভুভক্ত প্রাণী। প্রভু বা মালিকের জন্য সে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। এমন নজির আছেও প্রচুর। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় মানুষ কতটা ইমানদার তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। স্বার্থসর্বস্ব জীবনে নেমকহারামিটাই যেন হয়ে উঠেছে স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু সেই প্রভুভক্ত কুকুরদের সঙ্গে যখন সরকারি কর্মচারীদের তুলনা টানা হয় তখন বোধহয় অপমানটা গিয়ে পড়ে উভয়ের ওপরেই। কারণ মানুষকে দুম করে কুকুর বলে অভিহিত করা যেমন ঠিক নয় তেমনই কথায় কথায় সারমেয়দের উদাহরণ টানাটাও বোধহয় উচিত নয়। অথচ সেটাই করে দেখালেন আমাদের রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া মেটানোর নামে কার্যত তাঁদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল, 'ভৌ ভৌ করবেন না'। ভাবা যায় কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই ধরনের কথা বলছেন। নিজেদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে কথা বলা কি ভৌ ভৌয়ের নামান্তর। এটা ঠিক তিনি এই প্রথম এমন

অপমানজনক মন্তব্য করেননি। বরং এর আগে একাধিকবার নিজের সিকিউরিটি থেকে শুরু করে অধঃস্তনদের উদ্দেশ্যে যে ভাষায় কথা বলেছেন তা কোনও রাজ্যের প্রধানের মুখে মোটেই মানায় না। মিলন মেলা প্রাঙ্গনে সামান্য একটা ভুলচুক করার জন্য তাঁর নিজের দেহরক্ষীদেরই শুনতে হয়েছিল চরম কটুকথা, 'চাবকানো উচিত আপনাদের'। প্রেস কাউন্সিলের মার্কণ্ডেয় কাটজুকেও কার্যত কুকুরের সঙ্গে তুলনা টেনে ছিলেন তিনি একদা। সেই জনপ্রিয় উক্তি ছিল, 'যব হাতি চলে বাজার, কুত্তে ভৌকে হাজার'। সেই পরম্পরা অব্যাহত রয়ে গেল আজও।

মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহকে শুধুমাত্র তাঁর মুখের কটু ভাষার জন্য সরে যেতে হয়েছে ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে। ডেপুটি স্পিকার পদও হারিয়েছেন তিনি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যখন চরম ভাষায় কথা বলছেন তার ক্ষেত্রে কোনও সাফাই শোনা যাচ্ছে না। সংস্কৃতিমনস্ক বলে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে রাজ্যে একের পর এক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্প ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। গুণীজনদের সংবর্ধনা থেকে শুরু করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজা সবেতেই সেই শিল্প সত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু মুখে লাগাম কিছুতেই তিনি পরাতে পারছেন না। কথায় বলে বাক্যবাণ। একবার যা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা আর ফিরে আসে না। আর রাজ্যের কর্ণধারের এই ধরনের মন্তব্য গোটা দেশের কাছে রাজ্যের মাথা যে হেঁট করে দিচ্ছে সেটা কি তিনি একবারও ভেবে দেখছেন না। এটাই কি বিশ্ববাংলার কনসেপ্ট। সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত সমর্থনে তিনি রাইটার্স তথা আজকের নবান্নে পা রেখেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দায়বদ্ধতা থেকেই যায় রাজ্যবাসীর প্রতি। কিন্তু এই ধরনের বেলাগাম মন্তব্যে সেই সংস্কৃতির টিউনিংটার দফারফা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই রাজ্য যখন সারা দেশের আঙ্গিকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত।

কটু কথার ফুলঝুরি এর আগেও আমরা অসংখ্যবার দেখেছি। বামজমানার বহু নেতামন্ত্রী তথা প্রবল প্রতাপশালী কমরেডদের উগ্র মন্তব্যে কলুষিত হয়েছে শস্য-শ্যামলা বাংলা। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায় থেকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কোনও প্রশাসনিক প্রধানই রাস্তার ভাষায় কথা বলেননি কখনও। কারণ তাঁরা জানতেন চেয়ারের ওজনটা। সেটাই কার্যত ভুলতে বসেছেন বর্তমান প্রশাসনিক প্রধান। কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের যখন নিগ্রহ করা হল তার প্রতিবাদে গণমাধ্যমের কর্মীরা পথে নেমেছিলেন, সরব হয়েছিলেন মুহুর্মুহু স্লোগানের মাধ্যমে। তখন কিন্তু একবারও দেখা যায়নি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। অথচ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যাকাণ্ডের পর কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত মিছিলে প্রধান মুখ হয়ে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই জায়গাগুলোতেই অনেক ভাবনার অবকাশ রয়েছে। অন্তত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন রাজ্যবাসীর জন্য তো বটেই।

স্বাস্থ্য দফতরের উদাসীনতায় অজানা জ্বরের প্রকোপে বাড়ছে মৃত্যু

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন, ততই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা বিভিন্নভাবে তার স্বমূর্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প করে, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান করেও সরকারের পক্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থাকে রোখা সম্ভব হচ্ছে না। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এখনও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্প্রতি এই জেলার বারাসত সদর হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। মৃতের নাম জুলফিকার আলি (১৭)। জ্বর নিয়ে সে ভর্তি হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতেই তাদের ছেলের মৃত্যু হয়। বেড়াচাঁপার শিমুলিয়া এলাকার বাসিন্দা এই কিশোরের বাবা আব্বাস আলি বলেন, 'ছেলে ভর্তি হওয়ার পর মাত্র একবার ডাক্তার তাকে দেখেছে। ভর্তির পরদিন সকালে তার মৃত্যু হয়।' হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডল চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ মানতে রাজি হননি। তিনি বলেন, '১৭ বছরের কিশোরের ওজন ১২০ কেজি। এটা অস্বাভাবিক।

সকালে জল খাওয়ার পরই সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। ৫ মিনিটও সময় পাওয়া যায় নি।' এদিকে গোটা জেলা জুড়েই অজানা জ্বরের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তবে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া নজর আছে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এ সত্ত্বেও বসিরহাট, বাদুড়িয়া, বনগাঁ, বাগদার উত্তর গৌরীচণ্ডিপুর, নারায়ণপুর, রামচন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন গ্রামগুলিতে হাজারের উপরে মানুষ এই জ্বরে আক্রান্ত। যদিও সরকারি মতে, আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। বসিরহাট এবং বনগাঁ এই দুই মহকুমা মিলিয়ে সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ৪ জনের কথা বললেও বেসরকারি মতে তা প্রায় দ্বিগুণের বেশি বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিস্থিতির উপরে নজর রাখা হচ্ছে। জ্বর নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালানো হচ্ছে। মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে প্রায় একশো আশি জনের রক্তে আক্রান্তের নমুনা পাওয়া গিয়েছে।' পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকেও এবিষয়ে সজাগ থাকার আবেদন জানান। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও আধিকারিকদের গ্রাম পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

দার্জিলিং কি সন্ত্রাসের হাতিয়ার হয়ে উঠছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষরা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে লড়াই করছেন। ঐতিহাসিকভাবে দার্জিলিং পাহাড় সিকিমরাজের অধীন ছিল। এখানে বসতি স্থাপন করেছিল নেপালের গোর্খারা। উপজাতি লিম্বু, রাই, মগর, তামাং, গুরুং, লেপচা, শেরপা, নেওয়ার ও ভুটিয়ারা তো ছিলই। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নেপালের গোর্খারা বারবার আক্রমণ শানিয়ে সিকিমের চোগিয়াল সাম্রাজ্য থেকে দার্জিলিং এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেয়।

গোর্খাদের অব্যাহত অভিযানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শঙ্কিত হয় এবং তাদের অগ্রগতি ঠেকাতে গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যাতে গোর্খারা উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত দখল করতে না পারে। পরাজিত গোর্খারা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে Singuli Treaty-র মাধ্যমে সমস্ত দখলীকৃত জমি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফেরত দেয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি প্রতিনিধিদল দার্জিলিংকে 'ব্রিটিশ সেনাদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাসের' উপযুক্ত জায়গা হিসেবে মনে করে দার্জিলিং পাহাড়টিকে চোগিয়ালদের কাছ থেকে লিজ নেয়। ব্রিটিশরা দার্জিলিং শহরকে একটি হিল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে ব্রতী হয় তাদের দেশীয়দের সমতলের প্রখর গরমের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য। ১৮৬৪ সালে দার্জিলিংকে সামার ক্যাপিটাল হিসেবে ঘোষণা করে ব্রিটিশরা। দার্জিলিং শহরকে আধুনিক এবং বাসযোগ্য করার জন্য ১৮৫০ সালে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি-র জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পর দার্জিলিংকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে Non-regulated District বা Excluded Area হিসাবে দার্জিলিংয়ের যে বিশেষ অবস্থান ছিল তাও অন্তর্হিত হয় এবং পাহাড়বাসীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের স্বপ্ন হোঁচট খায়। নেপালিরা একটি 'আলাদা ভাষাগোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৬১ সালে, যা তাদের আলাদা রাজ্যের স্বপ্নকে জোরালো করে। ১৯৭৫ সালে সিকিমকে একটি আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পর থেকে গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন দানা বাধে। ১৯৮৬-১৯৮৮ সালের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের ফলশ্রুতি ঘিসিং-এর দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল।

কিন্তু ১৯৮৮ সালে গঠিত হলেও গোর্খাদের মূল দাবি 'গোর্খাল্যান্ড' মাঝে মধ্যেই মাথা চাড়া দিতে থাকে। প্রায় দুই দশক আপেক্ষিক শান্তির পর দার্জিলিংয়ের আকাশে ফের মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয় এবং 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা' নামে একটি সংগঠন বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে ফের 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলন শীঘ্রই গতি পায় এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গোটা পাহাড় এবং সমতলের কিছু এলাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। জনমুক্তি মোর্চার ডাকে মুহূর্তেই পাহাড় নিস্তব্ধ হয়ে যায়, এমনকী সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগের হাইওয়েও বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আরো বেশি স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১১ সালের ১৮ জুলাই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল আর্মি (জিটিএ) চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিতে গোর্খাল্যান্ড শব্দটিই পরোক্ষে গোর্খাল্যান্ডের স্বীকৃতির নামান্তর।

বছর যেতে না যেতেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা জিটিএ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে এবং চুক্তি অনুযায়ী জিটিএ প্রাপ্য মর্যাদা বা ক্ষমতা পায়নি বলে অভিযোগ তোলে। মোর্চা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের আন্দোলন শুরু করে এবং জিটিএ-কে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ঘোষণা ঘৃতে অগ্নিসংযোগের কাজ করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলার স্কুলগুলিতে ব্লু হোয়েল আতঙ্ক

পার্থ ঘোষ

ব্লু হোয়েল বা নীল তিমি নামক মারণ খেলা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এখনও এই খেলায় মেতে রয়েছে। কিছুদিন আগেই বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ে ও কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় এই খেলার শিকার ছাত্রীদের আটক করা

হয় ও কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয় নীল তিমির শিকার ওই ছাত্রীরা ১৪ ও ১৬ ধাপ অবধি নিজেদেরকে নিয়োজিত করতেও পিছপা ছিল না। মহামারীর মতো এই খেলার বিস্তার নৈহাটি, অশোকনগর, হাবড়া, ব্যারাকপুরেও ধাবিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ফের এই মারণ খেলার শিকার হল একজন ছাত্র। বারাসত থানার অন্তর্গত আশুতোষ পল্লি শতদল শিক্ষায়তন থেকে নবম শ্রেণির একজন ছাত্রকে এই খেলার শিকার হিসাবে শনাক্ত করা হয়। নীল তিমির শিকার এই ছাত্রের হাতে ক্ষতও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এরপর বারাসত থানার আইসি জেপি পান্ডে ও বারাসতের এসডিপিও গণেশ বিশ্বাস ওই বিদ্যালয়ে যান।

এরপর পাঁচের পাতায়

জৈগুন বিবিরা এখন দুগ্গা-মহিষাসুরের কেশ নির্মাণে ব্যস্ত

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চক এনায়েৎনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাঁ পাড়া, মল্লিক পাড়া, মীরপুরে এখন রূপসানা বিবি, জৈগুন বিবিদের দম ফেলার ফুরসৎ নেই। কারণ দুগ্গা পুজো মাত্র আর কটা দিন বাকি। দুগ্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ কার্তিক এমন কি মহিষাসুরেরও চুল তৈরির দায়িত্ব যে দীর্ঘদিন ধরে তারাই নিয়ে এসেছেন বংশপরম্পরায়। বাজার থেকে পাট কেনা, তারপর তাকে পরিষ্কার করে, কালো কিংবা বাদামী রং করা। তারপর কড়া রোদে শুকনো করে, ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে বিনুনী করা, কম ঝক্কির ব্যাপার। পাড়াতে চোখে পড়ল পাট শুকানোর দৃশ্য। দীর্ঘ ৭০-৮০ বছর ধরে মুসলিম অধ্যুষিত এই গ্রামগুলোতে একচেটিয়া দেব-দেবীদের কেশ নির্মাণ হচ্ছে। ধর্ম নিয়ে যতই চুলোচুলি হোক, এই গ্রামের কেশ নির্মাণের শিল্পীরা তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ। ৬৬ বছরের জৈগুন বিবি জানালেন, কুমোরটুলি থেকে প্রতিবছর হিন্দু প্রতিমা শিল্পীরা আমাদের থেকে কেশ ক্রয় করেন। আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির ও

ভালোবাসার বন্ধন আজও অটুট। ধর্মের ভেদাভেদ এই গ্রামে আজও থাবা বসাতে পারেনি। সত্যিই এই গ্রাম সম্প্রীতির এক অনন্য নজির।

মীরপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজীব শেখ জানালেন, এই কয়েকটি গ্রাম থেকে দীর্ঘ দিন ধরে দেব-দেবীদের চুল ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে রফতানি হচ্ছে। কাশেম আলি শেখের স্ত্রী রূপসানা বিবি বিনুনি করতে করতে জানালেন, এখন পাটের দাম বেড়েছে। তাই মুনাফা কমেছে।

জৈগুন বিবি বলেন, এখন লেবারের সমস্যা এই ব্যবসাকে সমস্যায় ফেলেছে। সরকার যদি আমাদের কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা করত তাহলে ভাল হত। এমনিতেই অনেক 'জান' বেঁচে আছে এই ব্যবসার ওপর, তাহলে আরও ভাল ভাবে বাঁচত জানগুলো। একটা ভালোলাগা অনুভূতি নিয়ে বাইকে স্টার্ট দিলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে আর কাজী নজরুল ইসলামের একটা কবিতার লাইন হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া/ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া'।

আশা–নিরাশার দোলাচলে সূচকের ঘোরাফেরা, ট্রেডাররাও ভুগছেন সিদ্ধান্তহীনতায়

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

অদ্ভুত এক দোলাচলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও মনে হচ্ছে এবার কারেকশন অবশ্যম্ভাবী। ২–৩ দিন কি তার একটু বেশি সময় সংশোধনীর জালে ধরাও পড়ছে শেয়ারগুলি। তারপর আবার দেখা যাচ্ছে যেই কে সেই। অর্থাৎ বাজার পতনের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার মুখ তুলছে ওপরদিকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সূচক বাড়ছে নিজের তালে। একটু খেয়াল করে দেখলে পরিস্কার হবে সূচকের এই ঘোরাফেরা সীমাবদ্ধ রয়েছে ৩০০–৩৫০ পয়েন্টের মধ্যে। অর্থাৎ ওপর দিকটা এই মুহূর্তে ১০ হাজারের কাঠেপিঠ হলে নিচের জায়গাটা হচ্ছে ৯৭০০। এই ছোট রেঞ্জের মধ্যে তাই বাজার বা সূচক নিজের গণ্ডি টেনে বসে আছে। ওপরে যাওয়ার মতো আশু রসদ হাতে না থাকলেও বাজারে পতন সংগঠিত হওয়ার মতো কারণও দেখা যাচ্ছে না সেভাবে। সবথেকে বড় কথা বিদেশিরা একটানা বিক্রি করলেও দেখা যাচ্ছে সামাল দিয়ে দিচ্ছেন দেশি ফান্ড। অবশ্যই এদের একটা বড় অংশ মিউচুয়াল ফান্ড। তাহলে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে কি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় বাজার। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেও সব বিশেষজ্ঞের সুর কিন্তু কিছুতেই মিলছে না। বরং দেখা যাচ্ছে তারাও কেমন ধন্দে রয়েছেন বাজারের এমন আচরণ নিয়ে। তাহলে হচ্ছেটা কি আদতে। বিদেশিরা এত বেচছেন, তাতে দু–একদিন প্রভাবিত হলেও বাজার ফের টেনে দিচ্ছে ওপরের দিকে। যথারীতি সেই বিদেশিদের বাদ দিয়েই। এক্ষেত্রে কেনাকাটা সাঙ্গ করছে ভারতীয় সাহেবরা। বলাবাহুল্য তাদের আমরা পোশাকি ভাষায় ডিআইআই বলে অভিহিত করে থাকি।

এমনিতে এই বাজারের চাল বা মতিগতি বোঝা যে কোনও বিশেষজ্ঞের কম্ম নয় সেটা বোধহয় সবাই বোঝেন। তার ওপর এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১০ হাজারকে বেস ধরে আপাতত আরও ওপরে উঠবে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫–৬ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা।

টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ৯৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ৯ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮৬০০ চলে আসাটাও অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন এই ৯ হাজারের নিফটি ২০১৬ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ কারেকশন করে ৬৮০০ তে এসেছিল। এত বড় মাপের কারেকশন হওয়ার মতো জমি হয়তো এখন প্রস্তুত নেই। বরং বুলদের পার্টি ভেস্তে দেওয়া এখন রীতিমতো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে নিফটি তার লাগাতার উত্থান বজায় রেখে ১০৪০০–১০৫০০ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই পারে। তারপর টেকনিক্যালস চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রেজিস্ট্যান্স। সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়তে হবে সূচককে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেভাবে চলছে তাতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ওপরে যেতে হলে প্রচুর কিছু রসদ জুটতে হবে, যা এই মুহূর্তে ঠিক হাতে নেই বাজারের। তাও বাজার দেখাচ্ছে তার শক্তি কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু এই শক্তির আড়ালে আবার কোনও দুর্বলতা লুকিয়ে নেই তো। তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছে।

এতকিছু জল্পনা, সম্ভাবনার মধ্যে বাজারের পদচারণা চলছে। যাতে সূচক ঠিক দিশা খুঁজে পাচ্ছে না মাঝেমধ্যেই। আবেগ নির্ভর ট্রেডাররা কিছুতেই মানতে চাইছেন না যে বাজার আপাতত পতনের মুখে পড়তে পারে। আর সত্যিকারের পোড়খাওয়া, তাঁরা কিন্তু এর মধ্যেও গন্ধ শুঁকছেন কোনও নেতিবাচক প্রভাব লুকিয়ে নেই তো অন্তরালে।

কেন্দ্রীয় সরকারে শতাধিক কেমিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকশন অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ১৯১ জন কর্মী নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগ হবে কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় কেমিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকশন অফিসার (হর্টিকালচার) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট পদে। প্রার্থী বাছাই করবে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত স্টাফ সিলেকশন কমিশনের উত্তরাঞ্চলীয় অফিস। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : NR/02/2017.

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : NR21317: কেমিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ১৬৭টি (সাধারণ ৭৯, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ১৬, ওবিসি ৪৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিস্ট্রিতে স্নাতক। সঙ্গে কোনও সংস্থায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিস বা গবেষণা–সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪, ২০০ টাকা।

পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : NR22117 : সেকশন অফিসার (হর্টিকালচার) : ১২টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এগ্রিকালচার বা হর্টিকালচার বা বটানিতে স্নাতক, সঙ্গে হর্টিকালচারে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এগ্রিকালচারে এমএসসি অথবা ল্যান্ডস্কেপিং বা আর্কিটেকচার ফ্লোরিকালচারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : NR22517 : অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট : ১২টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ভারতীয় ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস পড়ে থাকতে হবে। অথবা আর্কিওলজি বা অ্যানথ্রপলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে স্টোন–এজ আর্কিওলজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা জিওলজিতে স্নাতকোতত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে প্লেসটোসিন জিওলজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা সংস্কৃত বা পালি বা আরবি বা প্রাকৃত বা পার্সিয়ান বা তামিল বা তেলুগু বা মালয়লম বা কন্নড়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা হিস্ট্রি অব আর্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস পড়ে থাকতে হবে। আর্কিওলজি–সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া থেকে আর্কিওলজিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : সপ্তম পে কমিশনের লেভেল ৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈনিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কেমিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের অধীনস্থ সেন্ট্রাল রেভেনিউজ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে, সেকশন অফিসার (হর্টিকালচার) পদে নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ দফতরের অধীনস্থ সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট পদে নিয়োগ করা হবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (৫০ বছর) ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে অনলাইন দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। দু'টি পার্টে দরখাস্ত করতে হবে— রেজিস্ট্রেশন পার্ট ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। প্রার্থীর আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো (১০০×১২০ পিক্সেল এবং ৪ থেকে ২০ কেবি–র মধ্যে) ও সই (৪০×৬০ পিক্সেল এবং ১ থেকে ১২ কেবি–র মধ্যে) আপলোড করতে হবে।ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অফলাইন বা অনলাইন, উভয় মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। এছাড়া অনলাইন মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, সেক্ষেত্রে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ৩ অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Regional Director (NR), Staff Selection Commission, Northern Region, Office of Northern Region, Block No. 12, Kendriya Parisar, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi–110 003.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.sscnr.net.in

দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর এক কপি রঙিন ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

হুগলি জেলায় স্বাস্থ্যকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার–সহ বিভিন্ন পদে ৯৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করবে হুগলি জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল হেলথ মিশন, ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন, রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারক্যুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন সরকারি সমাজকল্যামূলক প্রকল্পে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : DHF–WS/5144,

শূন্যপদের বিবরণ : স্টাফ নার্স : ৫৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২২০ টাকা।

ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (আইসিটিসি) : ১৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে স্নাতক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ৬০ বছৎরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা।

ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। প্যারামেডিক্যাল কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি এবং এমএস অফিস সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কাজে ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ২ বছরের এবং ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা।

সহায়িকা : ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি প্রার্থীকে আরামবাগের নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করতে হবে।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ৩,৫০০ টাকা

সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজর : ৯টি (সাধারন ২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কোর্স করে থাকতে হবে। সঙ্গে অন্তত ২ মাস মেয়াদের কম্পিউটার অপারেশনের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। স্বীকৃত টিউবারক্যুলোসিস হেলথ ভিজিটর কোর্স করে থাকলে, সোশ্যাল ওয়ার্ক বা মেডিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা করে থাকলে, মাল্টিপারপাস হেলথ ওয়ার্কারের বেসিক ট্রেনিং কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ২২ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১৭,৭২০ টাকা।

টিউবারক্যুলোসিস হেলথ সুপারভাইজার : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। অথবা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার বা লেডি হেলথ এডুকেশন বা কাউন্সেলিংয়ে সার্টিফিকেট বা উচ্চতর যোগ্যতার কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা টিউবারক্যুলোসিস হেলথ ভিজিটার্স কোর্স করে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি কম্পিউটার অপারেশনের অন্তত ২ মাস মেয়াদের কোর্স করে থাকতে হবে। মাল্টিপারপাস ওয়ার্কারের ট্রেনিং কোর্স বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ২২ থেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৩,৫৬০ টাকা।

সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার এবং টিউবারক্যুলোসিস হেলথ সুপারভাইজর পদে দরখাস্তের জন্য সব ক্ষেত্রেই ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wb.health.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর। মনে রাখবেন, আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা সরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০ টাকা (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'District Health & Family Welfare Samiti, A/C Non–NHM, Hooghly'–এর অনুকূলে 'UBI, Chinsurah'য় প্রদেয় হতে হবে।

ডিমান্ড ড্রাফট–সহ দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ভরা খামের ওপর প্রার্থীর নাম, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্তের প্রিন্ট আউট সরাসরি বা ক্যুরিয়ার বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Office of the Chief Medical Officer of Health, Hooghly, DRS Building Campus, Chinsurah, Hooghly, Pin–712101.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.hooghly.nic.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ৪৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অন্যের দেখে উত্তরপত্র লেখা ৫। জয়লাভকারী ৬। বাড়ি, গৃহ ৭। মৃত্যুররূপ নিদ্রা ৯। (আল.) গভীরে প্রবেশ ১১। পুঁজি, টাকাকড়ি ১২। এক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ১৩। রেলগাড়ির রাস্তা।

উপর–নীচ

২। প্রাক্তন ভারতীর ক্রিকেটার ৩। রাজ্যভিষেকের সময় রাজার ললাটে অঙ্কিত তিলক ৪। কৃষ্ণের অগ্রজ ৮। বিশ্বকর্মা পূজার সময়ে ছোটদের কাছে এর বিপুল চাহিদা ৯। '— যা নেই তার বানান জানবেন কি করে' ১০। মোটামুটি, গড়পড়তা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৫

পাশাপাশি : ১। নিধুবাবু ৫ ঝড় ঝাপটা ৭। চিমা ৮। রবার ১০ তালাক ১২ পোস্ট ১৩। দোকানদার ১৫। সমাক্ষর।

উপর–নীচ : ২। ধুন্ধুমার ৩। বুঝদার ৪। পাপ ৬ ঝালাপালা ৯। বাহ্যজ্ঞান ১০। তামরস ১১ কপোতাক্ষ ১৪। কান।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল — ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ — ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক — ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অনাদরে শিশু উদ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : কবি বলেছিলেন যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল— দেশকে শিশুর বাসযোগ্য ভূমি করে তোলার শপথ নিয়েছিলেন। আর আমরা শিশুর খেলার স্থানকে জঞ্জালময় আগাছায় ভর্তি করে তুলছি। বিগত বাম আমলে বুড়ুলকে সাজিয়ে তোলার অনেক কর্মসূচি নেওয়া ছিল। তারই অঙ্গ হিসাবে বুড়ুলে একেবারে নদীর ধার ঘেঁসে প্রায় এক একর জায়গার ওপর গড়ে তোলে প্রয়াত মন্ত্রী বুড়ুলের ভূমিপুত্র মাননীয় প্রভাস রায়ের স্মৃতি শিশু উদ্যান। উদ্যানে প্রবেশের গেট। দোলনা, স্লিপ, একটি ছাদ আটা ছোট থাকার ঘর সব আছে নেই শুধু পরিচর্যা। কোমড় সমান বড় বড় ঘাসের জঞ্জাল আর আগাছায় ভরা বর্তমানে। শিশুদের পরিবর্তে সাপখোপের আঁতুর ঘরে পরিণত হয়েছে। গত ২০ আগস্ট তারিখে হঠাৎই সুযোগ হয় উদ্যানে ঢোকার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল একজন নাকি কেয়ার টেকারও আছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য পিকনিকের মরশুমে উদ্যানটি পরিস্কার করা হয় ভাড়া খাটানোর জন্য। উদ্যানটি বর্তমানে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের তত্ত্বাবধানে আছে। স্থানীয়দের বক্তব্য যদি সত্যি হয় তবে বলতে হয় এইভাবে শিশুদের আনন্দ কাননকে অবহেলায় ফেলে রাখা ও ভাড়া খাটানো দুটোই অন্যায়। এতে শিশুদের প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, তেমনি প্রয়াত মন্ত্রীর পূণ্য স্মৃতির অমর্যদা হয়। শিশু উদ্যান যাতে প্রকৃতপক্ষে শিশুদের অবাধ বিচরণের স্থান হিসাবেই ব্যবহৃত হতে পারে তার প্রতি কর্তৃপক্ষের সুনজর পড়লে স্থানীয় জনগণ ধন্য হয়।

অটো উল্টে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে বাসন্তীর ধামাখালি রোডে। এদিন একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে অটোটি দুর্ঘটনায় পড়ে। গুরুতর আহত হন তপনদেব নামে এক অটোযাত্রী। আহত তপনবাবুকে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান, পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তপনবাবুকে কলকাতার চিত্তরঞ্জনে পাঠানো হয়। তপনবাবুর একটি পা মারাত্মকভাবে গুঁড়িয়ে যায়।

সাধারণ অটোযাত্রীদের অভিযোগ সরবেড়িয়া ধামাখালী রুটের অটোগুলি ১৬–১৮ জন যাত্রী নিয়ে বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করার জন্য প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

করম উৎসব ক্যানিং এ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবল বর্ষণের মধ্যে পালিত হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের করম উসব। শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার বন্ধুমহলে আয়োজিত তৃতীয় বর্ষের করম উৎসবে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে সূচনা করেন কালীপদ সরদার । এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতৃত্ব অভিজিত সরদার ,বাসুদেব সরদার,পুলিন সরদার,ও অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি মহিম চন্দ্র সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রাচীন করমগাছকে পূজা অর্চনা করেন জেলার বাসন্তী,গোসাবা,হিঙ্গলগঞ্জ,কুলতলী সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন।

এদনি রাতে অনুষ্ঠান শেষে মহিম সরদার জানান, পৃথিবী থেকে সবুজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় আমাদের পূর্বপুরুষরা মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব যাতে অক্ষুন্ন থাকে তারই জন্য পবিত্র করমগাছ কে পুজো শুরু করেন। সেই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান কে আমরা করম উৎসব বলে পালন করি। এদিন আদিবাসী মাদল নাচ গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

বীরভূমে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা

অভীক মিত্র : কলেজ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বীরভূম জেলাজুড়ে চলছে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা। গত ২৯ এবং ৩০ আগস্ট দুইদিন রাজনগর ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো যুব সংসদ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা । ৮ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলো এতে । তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় সেরা হয় ভবানীপুর শম্ভুনাথ হাইস্কুলের ছাত্র বেলেড়া গ্রামের কৌশিক চক্রবর্তী। নানুর ব্লকের যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কীর্নাহার শিবচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় ।

ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের ইসলামপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ছাত্রের । এরপরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতার জন্য উদ্যোগী হলো রাজনগর ব্লক। রাজনগর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরে ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার অভিযান র‍্যালি হয়ে গেলো গত ১ সেপ্টেম্বর । র‍্যালিতে অংশ নেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, বিএমওএইচ কুমারেশ ঘোষ সহ বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এবং অঙ্গনাওয়াড়ির কর্মীরা ।

থিমের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাসকলগ্রাম ও সিউড়ি – দরজায় কড়া নাড়ছে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো। এখন রাজ্যের সঙ্গে বীরভূম জেলাজুড়ে চলছে চলছে তারই প্রস্তুতি। প্রাচীন পারিবারিক পুজোর সঙ্গে ক্লাবগুলির সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি বেশ জমে উঠেছে। নানুর ব্লকের দাসকলগ্রাম দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব দাসকলগ্রাম ত্রাণ সমিতি প্রাঙ্গণে এইবছর ১৯তম বর্ষে পর্দাপণ করবে বলে জানা গিয়েছে। মহাপঞ্চমী থেকে একাদশীর দিন পর্যন্ত রাখা হয়েছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তারমধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য – অষ্টমীর রাতে পঞ্চরস গান, নবমীর দুপুরে কবিগান, একাদশীর রাতে অর্কেস্ট্রা । দশমীর দুপুরে গ্রামবাসীদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে এক ক্লাব সদস্যের কাছ থেকে। চিনপাই গ্রামের প্রয়াস ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গোৎসব এইবছর ১৭তম বর্ষে পর্দাপণ করবে বলে জানা গিয়েছে। তাদের পুজোর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ২৮ সেপ্টেম্বর মহাঅষ্টমীর সন্ধ্যায় 'মা দুর্গা যাত্রা সংস্থা' নিবেদিত এবং ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সামাজিক যাত্রাপালা 'বউ হয়েছে রঙের বিবি'। ক্লাবের অনুষ্ঠান সূচিপত্র সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রয়াস ক্লাব প্রাঙ্গণে চলছে দুর্গামন্দির তৈরির কাজ।

ভুলে ভরা ভোটার তালিকা নিয়ে সমস্যায় ভোটাররা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ছবি ওদেরই কিন্তু ঠিকানা পরিচয় ভিন্ন। এমনই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের উত্তর বাসন্তী ব্লকের উত্তর গরান বোস গ্রামের বাসিন্দাদের। এমনই অভিযোগ উঠছে। ভুলে ভরা ভোটার পরিচয়পত্রর সমস্যায় জর্জরিত ওই গ্রামেরই ১১৫৭ জন ভোটার। সরকারের নিয়ম মেনে একাধিকবার সংশোধন করা হলেও সমস্যা সমস্যাই রয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১২৮ বাসন্তী তপশিল বিধানসভার কেন্দ্রের ভোটারের সকলেই ওই কেন্দ্রে ১৯১ অংশের ৭ নম্বর উত্তর এসএসকে কেন্দ্রের ভোটার। কিন্তু ওই এলাকায় বসবাস করে ও পাশের পাশের তিনটি গ্রামের ঠিকানা রয়েছে ওই এলাকার সকল ভোটারের পরিচয় পত্রে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটারদের নাম ও ঠিকানা নির্দিষ্ট গ্রামের সাথে কোনও মিল নেই। এমন কি একই পরিবারের তিনজন সদস্যের ঠিকানা তিন রকম রয়েছে ভোটার তালিকায়। যেমন একই পরিবারের বাবার ঠিকানা হয়েছে পূর্বপাড়া আনন্দাবাদ আর ছেলের ঠিকানা হয়েছে পূর্বপাড়া ভরতগড়। আবার নাতির ঠিকানা ১ নম্বর পূর্ব হালদার পাড়া গরাণ বোস।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি প্রতিবছর সরকারি নিয়ম নীতি মেনেই ভোটার কার্ড সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আবেদন করার পরও কোন জাদু বলে এমনভাবে ভুতুড়ে ভোটারকার্ড হচ্ছে। একাধিকবার বিডিও, এসডিও, ডিএম এর কাছে আবেদন

জানিয়েও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।

উল্লেখ্য ক্যানিং–এর তৎকালীন মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেও পরবর্তী কালে আর কিছুই হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ ভোটার কার্ডের ভুলের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প পাসপোর্ট অফিসে, বেসরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রতিনিয়ত হয়রানি হতে হচ্ছে। গ্রামেরই বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন দীর্ঘ ১০–১২ বছর ধরে এই সমস্যা আমাদের। একাধিকবার বিভিন্ন সরকারি দফতরে আবেদন নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। প্রতিবারই সংশোধন করার পরও ভুল হচ্ছে। একাধিকবার আমরা সরকারের বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ জানিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে বাসন্তী ব্লকের বিডিও কল্লোল বিশ্বাস জানান চলতি বছর আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ আসলে তা গুরুত্ব সহকারে সমাধান করা হবে।

জীবন পারাপার : বজবজ রোডের ওপর দিয়ে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁদের অবস্থা এই বর্ষায় অত্যন্ত খারাপ। বেহাল রাস্তা ও খানাখন্দের জন্য গাড়িতে যাওয়া সেখানে বিপদের নামান্তর। প্রাণ হাতে তাও চলছে জীবন পারাপার। ছবি : অরুণ লোধ

কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের থিম– বাংলা মা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত কালীনগর সাবমেরিন 'ক্লাব' তাদের ২৭তম বর্ষে শারদোৎসবের নিবেদন— 'বাংলা মা'। দশ প্রহরণধারিণী মা দুর্গা এখানে গ্রাম বাংলার স্নেহময়ী রূপে অবতীর্ণ হবেন। এখানে মায়ের 'দশভূজা' পরিবর্তে 'দ্বিভূজা' কোনও হাতেই কোনও অস্ত্র থাকবে না। গ্রাম বাংলায় মা শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে আসছে মেঠো বাংলার জমির আল ধরে। অশুভ শক্তি 'অসুর' মায়ের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাতে ব্যস্ত। সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে, খড়ের চালা, নদী–জঙ্গল–সরীসৃপ, পক্ষী–ইঁদুর অবলীলাক্রমে স্থান পাবে থিমে। পুজো কমিটির সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায় জানালেন রাজ্যের ২৩টি জেলার লোকশিল্পকেও ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। প্রতিমা নির্মাণ করছেন মিন্টু কর্মকার, থিম সৃজনে অসীম সাঁতরা ও অজয় দাস। তৃতীয়ার দিন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করবেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রতিদিনই পুজো মণ্ডপ প্রাঙ্গণে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে।

অভিষেকের উদ্যোগে দুর্গা পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান

কুনাল মালিক : এ বছর সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি দুর্গা পুজো কমিটিকে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুক্রবার সাংসদের সচিব সুমিত রায় বজবজ–১ ও ২ নম্বর ব্লকের ১০টি অঞ্চলে এই আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। তিনি পুজো কমিটিগুলোকে আবেদন করেন তারা যেন পুজোর সময় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। প্রসঙ্গত গত ঈদের সময় প্রতিটি মসজিদ কমিটিকে সাংসদ ৫ হাজার টাকার অনুদান দিয়েছিলেন। সাংসদের এই উদ্যোগে জনসাধারণ অত্যন্ত খুশি।

আগামী জানুয়ারিতে বাঁধ নির্মাণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা : আগামী জানুয়ারি মাস থেকে পাথরপ্রতিমার সবচেয়ে ভাঙন কবলিত গোবর্ধনপুরে সমুদ্র বাঁধের কাজ শুরু হবে। এই বাঁধ হবে সমুদ্রের ঢেউ প্রতিরোধক। গত শুক্রবার গোবর্ধনপুরের ভাঙন কবলিত সমুদ্রবাঁধ পরিদর্শন করার পর সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দফতরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার গৌতম চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক ইঞ্জিনিয়ার। ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। এদিন গোবর্ধনপুর ছাড়াও পাথরপ্রতিমার রায়পুর ও ভারাতলার ভাঙন ঘুরে দেখেন। প্রতিটি বাঁধের ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এদিন মন্ত্রী রাজীব বলেন, 'আয়লার পর পাথরপ্রতিমার বাঁধে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। সেই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের অনেক কাজ শেষ হয়েছে। গোবর্ধনপুরসহ অনেক জায়গায় আয়লা বাঁধও তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি নদী ও সমুদ্র বাঁধের মেরামতি ও নির্মাণ জরুরি। বিধায়ক সমীর জানার আবেদনে এদিন কয়েকটি বাঁধ ঘুরে দেখলাম। আগামী জানুয়ারি মাসেই কাজ শুরু জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বিধায়ক সমীর জানা পাথরপ্রতিমাতে একটি সেতু নির্মাণের জন্য সেচ

দফতরের কাছে আবেদন জানান। স্থানীয় বনশ্যামনগর ও জি–প্লট পঞ্চায়েতের মধ্যে চালতাবুনিয়া নদীর ওপর এই সেতু তৈরি হলে সরাসরি সড়কপথে গোবর্ধনপুর পৌঁছে যাওয়া যাবে। মন্ত্রী প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ মন্ত্রী রায়পুরের সুতারবাগ নদীর বেহাল বাঁধ ঘুরে দেখেন। এই নদীর বাঁধ দ্রুত ভেঙে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে। কংক্রিটের বাঁধ দিয়েও এই এলাকার বড় অংশের বাঁধ বেহাল অবস্থায় রয়েছে। আগামী ষাঁড়াষাঁড়ির কোটালের সময় নদীর জলস্ফীতি হলে বাঁধ উপচে লোকালয়ে জল ঢুকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মন্ত্রী এই বাঁধ কীভাবে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর মন্ত্রী রামগঙ্গা থেকে লঞ্চে চেপে ভারাতলার বড়চড়া নদীর ভাঙন দেখেন। এখানে মাটির বাঁধ অনেক জায়গায় বেহাল হয়ে পড়েছে। প্লাস্টিকের বস্তায় মাটি ভরে বাঁধ রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু কোটালের জেরে সেই বাঁধের অনেক জায়গা ক্ষয়ে গিয়েছে। এরপর মন্ত্রী সরাসরি গোবর্ধনপুর চলে যান।

বঙ্গোপসাগরের মুখেই এই বাঁধ। ২০০৯ সালে আয়লার সময় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এই সমুদ্রবাঁধ। প্রায় ১ কিমি কংক্রিটের বাঁধ থাকলেও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বাঁধের অনেক অংশ ফাটিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক এই বাঁধটিকে ওল্ড দিঘার মতো কংক্রিট দিয়ে তৈরির আর্জি জানান মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে এই বাঁধটিকেও সেভাবে তৈরির জন্য নির্দেশ দেন। বর্ষা শেষ হওয়ার পর সেই কাজ দ্রুত শুরু করার নির্দেশও দেন।

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

মেহেবুব গাজি

কলেজে ৪ জন মাত্র স্থায়ী শিক্ষক। বাকিরা আংশিক শিক্ষক। তাঁদের সাম্মানিক দিতে ভর্তির ফি বৃদ্ধি করতে হল নামখানার শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ে। সেই ফি বৃদ্ধি–সহ কলেজের অধ্যক্ষের

অপমানজনক কথার প্রতিবাদে সোমবার পড়ুয়ারা ক্লাস বয়কট করে প্রতিবাদে নামলেন। এদিন সকালে ক্লাস বয়কট করে পড়ুয়ারা। কলেজের অধ্যক্ষ দয়ালচাঁদ সরদারকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভে নামেন পড়ুয়ারা। বিক্ষোভে পড়ুয়াদের হাতে ছিল একাধিক প্ল্যাকার্ড। সেখানে অধ্যক্ষের অপমানজনক কথার বিরুদ্ধে পড়ুয়ারা সরব হয়েছেন । ফি না কমানো পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। এই কলেজে অরাজনৈতিক ছাত্র সংসদ এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ দুলালচাঁদ সরকার বলেন, 'ফি বৃদ্ধি নিয়ে সমস্যা সমাধান করা হবে। আমি কোনও ছাত্রীকে বিয়ে করে নেওয়ার কথা বলিনি। একজন শিক্ষক একথা বলতে পারেন না।' কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান পরমেশ্বর মণ্ডল বলেন, 'পড়ুয়াদের বিক্ষোভের কথা শুনেছি। আসলে কলেজের আংশিক সময়ের শিক্ষকশিক্ষিকাদের সাম্মানিক দিতে ফি বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তবে পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছে।'

নামখানা ব্লকে কোনও কলেজ ছিল না। ২০১৩ সালে স্থানীয় একটি বেসরকারি কলেজকে সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়। ওইবছর থেকে শুরু হয় শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়। বর্তমানে এস কলেজে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১৫০০। বিএ ও বিএসসি পাশ কোর্সের পাশাপাশি বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতে অনার্স পড়ানো হয়। বর্তমানে কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক মাত্র ৪ জন। বাকিরা আংশিক সময়ের শিক্ষকশিক্ষিকা। এতদিন কলেজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ভর্তির ফি ছিল ১২০০ টাকা। কিন্তু এবছর ভর্তির ফি বাড়িয়ে ২২৫০ টাকা করা হয়েছে। এই ফি বৃদ্ধির কথা ছাত্র ছাত্র সংসদকে অন্ধকারে রেখে করা হয় বলে দাবি সংসদের প্রতিনিধিদের।

এই ফি বৃদ্ধি নিয়ে কয়েকদিন ধরে কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। কয়েকজন পড়ুয়া অধ্যক্ষের কাছে ফি কমানো নিয়ে দরবারও করেছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ফি কমানোর পরিবর্তে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কুকথা বলেন। বিক্ষোভকারী ছাত্রীদের অভিযোগ, ফি দিতে না পারলে বিয়ে করে নেওয়ার পরামর্শ দেন অধ্যক্ষ। এই কথাটা যথেষ্ট অপমানজনক। অধ্যক্ষের এই কথার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে হবে।

সোনারপুরে মদের দোকানে ভাঙচুর পুরপ্রতিনিধির

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি টুম্পা দাস ও স্বামী বিজন দাসের নামে সিন্ডিকেট ব্যবসা ও পুকুর বোজানো ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠছিল অনেক দিন ধরে। । এবার নরেন্দ্রপুরে বাইপাস সংলগ্ন এলাচিতে সরকারি আবগারী দপ্তরের অনুমোদিত মদের দোকানে ব্যাপক ভাবে ভাঙচুর চালালো পুর প্রতিনিধি টুম্পা দাস সহ তার দলের লোকেরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। এলাচিতে একটি বহুতল ফ্ল্যাটের নীচে সরকারি অনুমোদন নিয়ে একটি মদের দোকান খুলেছিলেন শুভজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি। কয়েকদিন আগে সকালে কাউন্সিলর টুম্পা দাস ও স্বামী বিজন দাস তার দলবল নিয়ে চড়াও হয় মদের দোকানে। দোকানের বৈধ কাগজপত্র সঠিক কিনা দেখতে চায় কাউন্সিলর। সেই সময় দোকানের মালিক দোকানে না থাকায় কর্মচারীরা কেউ কিছু বলতে পারে নি। এরপর শুরু হয় দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর । দোকানের কর্মীরা বলেন যে মালিক কে ফোন করেছিল, কিন্তু দাদা থাকেন ভাঙড়ে ওখান থেকে আসতে দেরি হয় সেই সময় শুরু হয় শাবল দিয়ে দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর। নেতৃত্ব দেয় টুম্পার দলবল। মদের বোতল রাস্তায় আছাড় মেরে ভাঙে বলে অভিযোগ।

কাউন্সিলরের বক্তব্য– এই এলাকায় একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাজার আছে। শুধু তাই নয় প্রতিবছর একটি ধর্মীয় মেলা হয় সেখানে একটি মদের দোকান অবৈধ ভাবে খোলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে একজন পুর প্রতিনিধির সরকারের আবগারি দপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্ত মদের দোকানের কাগজ পত্র দেখতে চাওয়ার কোনও অধিকার নেই, যে দোকান থেকে সরকারের প্রতি বছর রাজস্ব আদায় হয়। দোকান কর্মীর বক্তব্য আবগারী দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেরা এসে মেপে দেখেন ১০০০ ফিটের উপরে এই দোকান আছে আবগারী আইন অনুযায়ী। সেখান থেকে মাজার, স্কুল, অনেক দূর সেই কারণেই আমাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় অন্য এক কাউন্সিলর বলেন আমাদের পুরসভার জন–প্রতিনিধিদের কোনো ট্রেড লাইসেন্স দেখার অধিকার নেই । সেটা লাইসেন্স বিভাগ দেখবে। এখানে একজন জন প্রতিনিধি কি ভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নিল এখানেই প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত এর আগে ২৬ নং ওয়ার্ডে নরেন্দ্রপুরের বাইপাসে প্রচুর ফ্ল্যাটবাড়ির সরঞ্জাম সাপ্লাই নিয়ে ও সিন্ডিকেট ব্যবসায় টুম্পা দাসের দল ও শাহেনশার দলের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর , ২০১৭

ক্ষমতায়নের দর্পে বারবার বলি সাংবাদিকরা

ফের এক হত্যাকাণ্ড। আর তার জেরে আবারও কাঠগড়ায় মতাদর্শ–ভাবাধর্শের ধারক–বাহকরা। এক্ষেত্রে টার্গেট হলেন এক অকুতোভয় কন্নড় সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। সন্দেহের তীর এবার কেন্দ্রের শাসক দলের স্বার্থরক্ষাকারী হিন্দুত্ব পন্থীদের দিকে। যদিও এখনও এসব কিছুই অভিযোগের পর্যায়ে রয়েছে। তাও প্রশ্ন তো উঠতেই পারে কেন এত অসহিষ্ণুতা? কে কি পরবে, কি খাবে, কোন রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে তা কেন বারবার ধাক্কা খাচ্ছে এক শ্রেণির কট্টরবাদীর হাতে। না এই লেখার লক্ষ্য হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীদের প্রতি শুধু নয়। এই লেখা তাদের বিরুদ্ধে যাঁরা গণতান্ত্রিক কাঠামো মেনে চলে না। দলনেত্রী কয়েকজন শিখের গুলিতে মারা গেলে সারা দেশ জুড়ে সেই সম্প্রদায়কে উজাড় করার চেষ্টা হয়। ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য রাস্তায় নির্মমভাবে মেরে ফেলা হয় সফদার হাশমির মতো নাট্য পরিচালক তথা বুদ্ধিজীবীকে। বাম জমানায় এ রাজ্যেও দেখা গিয়েছে শাসকের সেই রক্তচক্ষু। সাইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে শাসকের সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপ। মমতা জমানাতে সেই আকারে না হলেও বিরুদ্ধ মত পোষণকারীদের অবলীলাক্রমে মাওবাদী বানিয়ে দেওয়া, স্বামীর হত্যার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো স্ত্রীকে 'ভুলভাল' কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রয়েছে এখনও। অর্থাৎ যে রাজাই যে পোশাক পরে আসুক না কেন, তাদের সেই শোষণমূলক মনোভাব সমান থাকে। কং থেকে বাম, রাম থেকে রহিম সেই পরম্পরা অব্যাহত রয়ে যায়। সেই ব্যাটন হয়তো সময়ের দাবি মেনে এসে পড়েছে সংঘ পরিবার ও তাদের দাসানুদাসরা । যদিও হিন্দুত্ববাদীদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। বরং গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়াচ্ছে সেই মাওবাদীদের যাদের প্রতি এই সাংবাদিক সহানুভূতিশীল ছিল বলেই শোনা যাচ্ছে। আবার এই অভিযোগ আসছে খোদ গৌরীর পরিবারের দিক থেকে। সুতরাং ডাল মে নিশ্চিতভাবে বহুত কুছ কালা হ্যায়। কিন্তু রাম–বাম–অতিবাম যেই হোক না কেন, এই ধরণের কাপুরোষিত আক্রমণ কিছুতেও কোনও সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না। তাই পথে নামতে দেখা যাচ্ছে দলমত নির্বিশেষে সব ধরণের মানুষকে। দেশের নানা প্রান্তে সাংবাদিকরাও আত্মীয় বিয়োগের এই দুঃখ নিয়ে সরব হচ্ছেন। একটু পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে বিহার ও ঝাড়খন্ডে কিভাবে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়েছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। ক্রাইম র‍্যাকেটের বিরুদ্ধে লড়াই করায় চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মুম্বইয়ের এক দুঁদে বাঙালি সাংবাদিককে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতামত তুলে ধরলে বা সত্যকে অন্বেষণ করতে চাইলে এইরকম বর্বর হয়ে উঠছে কাপুরুষরা। জীবিকা রক্ষার পাশাপাশি তাই অমূল্য জীবনটাকে সুরক্ষার ভার কাঁধে নিতে হবে সাংবাদিককূলকেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ব্যাপারটা কি ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, এই দেশের রাজকন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। ভারতের প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ংবরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক রাজকন্যারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব–বর যেন পরম সুন্দর হয়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান বরের কেহ কেহ আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন। কখনো কখনো তাঁহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত, সে রাজপুত্রের গুণাবলী, কি কারণে তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র তাহা বর্ণনা করিত। সিংহাসনে সমাসীনা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত, তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের এক একজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান তাহা শুনিতেন। এইরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, আগাইয়া চল, তখন সেই প্রত্যাখ্যাত প্রাণিপ্রার্থীদের দিকে আর কেহ চাহিয়াও দেখিত না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত হইতেন, তবে রাজকন্যা তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই রাজকন্যার স্বামী হইতেন।

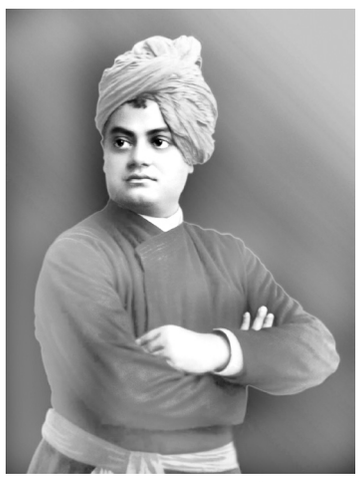

যে দেশে আমাদের পূর্বকথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সেই দেশের রাজকন্যার এরূপ স্বয়ংবর সভা হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন, ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর রাজকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা সুপুরুষকে বিবাহ করেন।

ফেসবুক বার্তা

ভারত পরিভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা

নিষিদ্ধ 'তিন তালাক' মুক্ত মনে সকলেই গ্রহণ করতে পারছে কি?

নির্মল গোস্বামী

অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের জোড়া রায়ে দেশবাসী থেকে রাজনৈতিক দল সকলেই বেশ উৎফুল্ল। একটা তিন তালাক অবৈধ ঘোষণা আর একটা হল ব্যক্তি পরিসরের গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি প্রদান।

প্রথম রায়ের সব রকম প্রতিক্রিয়ার অভিমুখ ছিল রাজনীতি। যারা সমর্থন করছে তারা মুসলিম জনগণের প্রগতিশীল অংশ বলে বিবেচিত। এর বাইরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তো দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রথা বিলোপের বিরোধী। আধুনিক সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের এই তাৎক্ষণিক প্রথা সত্যিই না থাকা উচিত। আবার রাগের মাথায় ভুল করে কেউ তালাক দিয়ে দিলে পুনরায় ফিরে আসার পথটাও অমানবিক। অন্য একজনকে বিয়ে করতে হবে স্ত্রীকে। তারপর সেই ব্যক্তি যদি তালাক দেয় তবে পুনরায় সেই স্বামীর কাছে ফিরে আসার পথ পায়। যদি রাগের বশে কোনও পুরুষ ভুল করে তালাক দিয়ে দেয় এবং ভুল বুঝতে পেরে সেই স্ত্রীকেই নিতে চায় তাহলে সেই পুরুষের কোনও সাজা হবে না। স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাসে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ ভুল যদি পুরুষ করে তার সাজা ভোগ করতে হবে স্ত্রীকে। স্ত্রী এখানে পুরুষের হাতের ক্রীড়ণকমাত্র। আজকের নারী পুরুষের সমানাধিকার পৃথিবী ব্যাপী স্বীকৃত। তার প্রেক্ষিতে এই প্রথা বন্ধ হওয়া অবশ্যই সমীচীন।

এতো কিছু জেনে বুঝেও দু একটি রাজনৈতিক দল এই রায়কে স্বাগত জানায়নি কারণ তাদের ভোট বাক্সে টান পড়ার ভয়। আর যে মুসলিম সংগঠনগুলি এর বিরোধিতা করছে বা খোলা মনে সমর্থন করছে না তাদের ভয় অন্য জায়গায়। তারা ভাবছে এটা ভারতীয় ইসলামের পরাজয়। প্রশ্ন হতে পারে ইসলামের আবার দেশজ ভাগ কেন? তথ্য বলে যে অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অনেক বছর আগেই এই প্রথা বিলোপ করেছে। একদা অবিভক্ত ভারতের বর্তমানে বিভক্ত দুটি দেশ। তিন তালাক প্রথাকে অনেকদিন আগেই বিদায় জানিয়ে সামাজিক ন্যায় ও নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাহলে ভারতের কিছু তথাকথিত ইসলামিক সংগঠন এর বিরোধিতা করছে কেন? এই কেনকে বুঝতে হলে আমাদের একটু গভীরে তলিয়ে খোঁজ করতে হবে।

প্রথমেই বলি যে কোনও ধর্মের দুটো দিক থাকে। একটা তার দর্শন আর দ্বিতীয়টি হল ধর্মাচারণ বিধি। আরো সহজ করে বললে উপাসনার পদ্ধতি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা এবং ধারক যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে কেউ আছে একথা সব ধর্ম মানে এবং এটাই তার দর্শন। ফলে দর্শনগত দিকে ধর্মের প্রভেদ নেই। প্রভেদ আছে শুধু আচরণে বা সামাজিক প্রথায়। সমাজ যাতে শৃঙ্খলিত ভাবে চলে, ব্যক্তি মানুষের লোভ লালসার সহজ শিকার যাতে দুর্বল অন্য কেউ না হয় তার জন্য কিছু সামাজিক বিধিনিষেধ ধর্মগুরুরা স্থির করে দিয়ে থাকেন। যাতে সকলেই এই সামাজিক প্রথাকে সহজে মান্য করে তার জন্য এই সব প্রথাগুলোর উপর ধর্মের আস্তরণ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ এগুলিকেই ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে চলে। কালের নিয়মে সময়ের চলমান স্রোতে তা অনেকসময় অনড় অচল হয়ে ওঠে। ধর্মের নামে এই সামাজিক অচলায়তনকেই রবীন্দ্রনাথ ভাঙতে চেয়েছিলেন। কারণ নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নতুন সংস্কার যা কালের নিয়মেই মানুষের সমাজে চলে আসে, তার পথরোধ করে দাঁড়ায়, কোথাও

কোথাও কালের যাত্রা পথের গতিকে গায়ের জোরে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে।

হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল। সেখানে স্ত্রী সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তবেই সতী করা হত। মহাভারতে মাদ্রী স্বামী পান্ডুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রথারও অনেক অপপ্রয়োগ হত। মানুষের চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজ থেকেও এই প্রথা উঠে গেল। রামমোহনের সময়ে গোঁড়া হিন্দুরা সমাজপতিরা একে ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত বলে বর্ণনা করে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার আইন করে এই জঘন্য, অমানবিক–হিংস্র প্রথাকে রদ করে। এরপর আইন করে বিধবা বিবাহ চালু হয়।তখনও ধর্মের কোনও ক্ষতি হয়নি।

শুধুমাত্র সমাজে ব্রাহ্মণের যে দাপট ছিল, সমাজের উপর ধর্মের যে দৃঢ় বন্ধন ছিল তা ক্রমাশ শিথিল হল। আর এখানেই ধর্ম–রক্ষকদের ভয়। সে সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সহজে সংস্কার মানতে চায় না। কারণ তাহলে বাঁধনের রাশ আলগা হয়ে পড়বে।

মানুষের সাধারণ প্রবণতা হল প্রভুত্বকামী। একে অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চায় নানান অছিলায়। এটা পারিবারিক ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে। রাজনীতির জগতের লোকেরা দেশসেবার আদর্শকে সামনে রেখে জনগণ ও দলীয়কর্মী সমর্থকদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করাকে করে তোলে আসল লক্ষ্য। ক্ষমতার অধিকারী হওয়া? মানে কি মানে হল শাসনকর্তা হওয়া। কাদের শাসন? না মানুষকে শাসন করা। রাজনীতির লোকেরা আইন আদালত পুলিশ দিয়ে শাসন করে তাদের ধর্ম–কারবারীরা ধর্ম অনুশাসনের মাধ্যমে সেই ধর্মের মানুষদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সেই অনুশাসন যদি মানুষের সার্বিক মঙ্গলের বিপক্ষেও হয় তবুও গায়ের জোরে, সংখ্যার জোরে, তাকেই শুভ বলে চালনা করা। রাজনীতিতে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে। কাজ করে শিল্পপতিদের স্বার্থে আর চোখের জল ফেলে বলে এই সংস্কারটা গরিবের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। সকলেই জানে, তাই বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এখানে।

অতি সরল যুক্তির কথা বলি। অনেক বিদ্বজ্জন বলছেন যে তাৎক্ষণিক তিন তালাক তো সমাজের হাতে গোনা কিছু মানুষ প্রয়োগ করে। বেশির ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলিম এর প্রয়োগ করে না। খুব ভাল কথা। এটা যদি ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে বলতে হবে যে বেশিরভাগ মুসলিম যথার্থ ধর্মাচরণ করেন না। যারা তিন তালাক দেয় তারাই সঠিক ধর্মাচারণ করে! বিবাহ বিচ্ছেদের মতো সমস্যার মুখোমুখি হয়েও যারা তিন তালাক দেয় না তারা তাহলে কি ইসলাম ধর্ম বিরোধী আচরণ করেন? নিশ্চয় জানি এই যুক্তি কেউই মানবে না। কারণ তিন তালাক ধর্মচারণের অঙ্গ নয়। একটা সামাজিক কুপ্রথা মাত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনও একসময় তা চালু হয়েছিল। তবুও অনেক প্রথিতযশা, শিক্ষিত মুসলিম নারী, পুরুষ মুক্ত মনে আদালতের রায় মানতে রায় মানতে পারছে না। কারণ তাহলে ভারতের ইসলামের পরাজয় হবে। ধর্মের কারবারীরা জানে যে ভারতের সংস্কৃতি খুব উদার ও নমনীয় ও প্রকৃতির মতো সর্বংসহা। রবীন্দ্রনাথের কথা 'শক, হুন দল পাঠান মোঘল এক দেহে হল লীন'' কোন সে দেহ? সে দেহ হল সনাতন ভারতীয়। আর এইখানেই ভয় পায় পাছে তাদেরও নীল হতে হয় তাই সজাগ প্রহরা। পান থেকে চুনটুকুও না খসে। তাই কোনও রকম সংস্কারের তারা বিরোধী। সে ভাল হোক আর মন্দ হোক। তাই পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কোনও মুসলমান বলে না যে সে আগে মুসলমান পরে পাকিস্তানি বা বাংলাদেশী। কিন্তু ভারতের অনেক মুসলমান বুক বাজিয়ে বলে যে আগে আমি মুসলমান তারপর ভারতীয়। এই ভারতীয়ত্বে তাদের ভয়। তাই স্বাতন্ত্র ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় তারা প্রগতির পথে চলতে ভয় পায়। তাই ১৫০০ বছরের সংস্কার আঁকড়ে ধরে থেকে ভারতে তারা ক্রমশ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। বোধহয় ধর্মের ধারকেরও এটাই কাম্য।

বিমুদ্রাকরণের ফলে বাতিল নোট ফেরতের হিসাব

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)–এর বার্ষিক হিসাবের প্রতিবেদন, ২০১৬–১৭–XI ৬.২ নোটে ইস্যু বিভাগের লায়েবিলিটি দ্বিতীয় প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭–র ৩০ জুন পর্যন্ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হয় সরাসরি অথবা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা/ডাকঘর থেকে কারেন্সি চেস্ট মেকানিজমের মাধ্যমে পুরনো বাতিল নোট ফের পেয়েছে। এইসব বাতিল নোটের বেশ কিছু এখনও কারেন্সি চেস্টে আছে। কারেন্সি চেস্টে প্রাপ্ত বাতিল নোটের মূল্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা হয়েছে যা আছে তার হিসাবের ভিত্তিতে'। এই সময় পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এইসব নোটের হিসাব ও আসল কিনা তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাই ঠিক কতো পরিমাণ নোট ফের এসেছে তার আনুমানিক হিসাব করা সম্ভব। আরও ভালোভাবে যাচাই ও পরীক্ষার পর হিসাবের কমা–বাড়া বিবেচনায় রেখে ২০১৭–র ৩০ জুন পর্যন্ত ১৫.২৮ ট্রিলিয়ন পরিমাণ বাতিল টাকা ফের পাওয়া গেছে।

আরবিআই কর্তৃক আগে প্রকাশিত প্রতিবেদন/ তথ্যে জানানো হয়েছে যে, প্রচলিত ১ হাজার এবং ৫০০ টাকার নোটে ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা ছিল। (১ হাজার টাকার ৬৮,১৬৫.৮২ মিলিয়ন এবং ৫০০ টাকার ১৭,১৬৫ মিলিয়ন নোটের মূল্য যথাক্রমে ৬,৮৫,৭৮২ কোটি এবং ৮,৫৮,২৫৩ কোটি টাকা)।

যতো পরিমাণ নোট এখনও পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে তার হিসাবে ভিত্তিতে বলা যায় বিমুদ্রাকরণের পর ৯৮.৯৬ শতাংশ মূল্যের বাতিল টাকা আরবিআই–তে ফিরে এসেছে। অন্য কথায় বলা হলে, আনুমানিক ১৬ হাজার কোটি টাকার সমতুল নোট আরবিআই–এর কাছে ফিরে আসেনি। আরবিআই–এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ১২৫ নম্বর পাতায় কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট' সংক্রান্ত অধ্যায়ে জানানো হয়েছে –১ হাজার টাকার ৮৯ মিলিয়ন নোট ২০১৭–র ৩১ মার্চ তারিখে বাজারে চালু ছিল (মূল্য ৮,৯০০ কোটি টাকা)। মোট ১৬ হাজার কোটি টাকা থেকে এই পরিমাণকে বিয়োগ করা হলে ৫০০ টাকার নোটে ৭,১০০ কোটি টাকা আরবিআই–এর কাছে ফিরে আসেনি। কাজেই, আনুমানিক ৮,৯০০ কোটি টাকা মূল্যের ১ হাজার টাকার নোট এবং ৭,১০০ কোটি টাকা মূল্যের ৫০০ টাকার নোট আরবিআই–এর কাছে ফিরে আসেনি।

আরবিআই–এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৬–১৭ বর্ষে ৭,৬২,০৭২টি জাল নোট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় চিহ্নিত হয়েছে। এর ৯৫.৭ শতাংশই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে ধরা পড়েছে। আগের বছরের তুলনায় জাল নোট ধরা পড়ার ঘটনা ২০.৪ শতাংশ বেশি। ২০১৬–১৭–য় ১০০ টাকার নোট বাদে ৫০০ এবং ১ হাজার টাকার নোট বেশি পরিমাণে ধরা পড়েছে। আরবিআই–এর পরীক্ষায় জানা গেছে –

কারেন্সি চেস্টে প্রতি ১০ লক্ষ নোটের মধ্যে ৭.১ পিস ৫০০ টাকার, ১৯.১ পিস ১ হাজার টাকার জাল ধরা পড়েছে। (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্তরে এই সংখ্যা ৫০০ টাকার ক্ষেত্রে ৫.৫ পিস এবং ১ হাজার টাকার ১২.৪ পিস)। ২০১৫–১৬–য় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় প্রতি ১০ লক্ষে ৫০০ টাকার ২.২ পিস এবং ১ হাজার টাকার ৫.৮ পিস জাল নোট ধরা পড়েছিল। বিমুদ্রাকরণের পরবর্তী সময়ে, এই সংখ্যা বেড়ে ৫.৫ পিস (৫০০ টাকার) এবং ১২.৪ পিস (১ হাজার টাকার) হয়েছে।

কালো টাকা, করের ভিত্তি প্রসার এবং প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব

ভারত সরকার কালো টাকার বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিমুদ্রাকরণ এই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিমুদ্রাকরণের মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল কালো টাকাকে বাইরে বের করে আনা এবং করের ভিত্তি প্রসারিত করার লক্ষ্যে অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে থাকা আর্থিক লেনদেনকে প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসা। কালো টাকা, করের ভিত্তি প্রসার এবং প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল :

ক.কালো টাকার ওপরে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব

বিমুদ্রাকরণ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্টের তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে :

তল্লাশি

তল্লাশির সংখ্যা ১৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (৪৪৭ থেকে বেড়ে ১,১৫২টি গোষ্ঠীতে তল্লাশি চালানো হয়েছে)

বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ ১০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (৭০৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৪৬৯ কোটি টাকা হয়েছে)।

অঘোষিত আয়ের স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে (১১,২২৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৫,৪৯৬ কোটি টাকা)

সমীক্ষা

সমীক্ষার সংখ্যা ১৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (৪,৪২২ থেকে ১২,৫২০ হয়েছে)

অঘোষিত আয় চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে (৯,৬৫৪ কোটি থেকে বেড়ে ১৩,৯২০ কোটি হয়েছে)

অপারেশন ক্লিন মানি :

২০১৭–র ৩১ জানুয়ারি আয়কর দপ্তর অপারেশন ক্লিন মানি' নামে এক অভিযান শুরু করেছে। যেসব ব্যক্তি ব্যাঙ্কে বিরাট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়েছেন এবং যাঁদের আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাঁদের বিষয়ে তথ্যের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এই অভিযানে।

প্রথম পর্যায়:

এই অভিযানের প্রথম পর্যায়ে উন্নত তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে ১৮ লক্ষ সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা গেছে। এইসব ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নগদ লেনদেনের সঙ্গে তাঁদের আয়কর সংক্রান্ত পরিচিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এইসব ক্ষেত্রে অনলাইন যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মাত্র ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে সাফল্য এসেছে করদাতাদের ব্যাপক সচেতনতার ফলে। এছাড়া গণমাধ্যমেও আয়কর দপ্তরের এই অভিযান বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অভিযানের মাত্রা বুঝতে একটি হিসাব দেওয়া যেতে পারে। ৯.৭২ লক্ষ ব্যক্তির ১৩.৩৩ লক্ষ অ্যাকাউন্টে প্রায় ২.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার হিসাব এতে জ।তি। মাত্র ৩–৪ সপ্তাহের মধ্যে আয়কর দপ্তর ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া নগদ টাকার উস খাঁজার চেষ্টা করেছে। অন্তত ৩৫ হাজারটি ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অনলাইনে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে এবং ৭,৮০০টিরও বেশি ক্ষেত্রে অনলাইনেই যাচাই করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় :

অপারেশন ক্লিন মানি' অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে এবং একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মধ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে ও কঠোর নজরদারির মাধ্যমে নিম্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টের তপরতা শুরু হয়েছে।

উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলিকে অত্যাধুনিক তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের ফলে সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত এক বিরাট সংখ্যক মানুষ এবং গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে ১ কোটি টাকারও ওপরে প্রায় ১৪,০০০ সম্পত্তি–কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক আয়করের রিটার্ন দাখিল করেননি। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

খ. করের ভিত্তি প্রসারের ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব :

২০১৭–র ৫ আগস্ট পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়করদাতাদের ই–রিটার্ন ফাইলের সংখ্যা গত বছরের এই সময়কালে ২ কোটি ২২ লক্ষ থেকে বেড়ে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ হয়েছে। এই রিটার্নের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ বেড়েছে যা শতাংশের হিসেবে ২৫.৩ শতাংশ। বিমুদ্রাকরণ পরবর্তী পর্যায়ে নগদ লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়কর দপ্তরের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে স্বেচ্ছায় কর মান্যতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

২০১৬–১৭ অর্থবর্ষের ইলেক্ট্রনিক এবং কাগজের মাধ্যমে আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ৫.৪৩ কোটি হয়েছে। এই সংখ্যা ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের তুলনায় ১৭.৩ শতাংশ বেশি।

২০১৬–১৭ অর্থবর্ষে ১ কোটি ২৬ লক্ষ নতুন করদাতা (রিটার্ন দাখিলকারী + রিটার্ন দাখিল করেননি অথচ কর দিয়েছেন) কর–ভিত্তিতে যুক্ত হয়েছেন (৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত)।

৩। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব :

প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বিমুদ্রাকরণের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ০৫.০৮.২০১৭ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে (কর্পোরেট কর বাদে) অগ্রিম কর আদায় ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষের এই সময়কালের তুলনায় ৪১.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে স্বঘোষিত/স্বনির্ধারিত করের সংগ্রহও ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষের এই সময়কালের তুলনায় ৩৪.২৫ শতাংশ বেড়েছে

বীরভূম

নিরাপত্তার জন্য বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো পড়ুয়ারা। যা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বীরভূম জেলার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, গত ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীনিকেতনের কালীসায়ের হোস্টেল যাওয়ার সময় একটি মোটরবাইককে করে এসে দুই বহিরাগত যুবক দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার দাবিতে শুরু হয় বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় ভবন, উপাচার্যের ঘর ঘেরাও করে করে পড়ুয়ারা। নিরাপত্তা আধিকারিক সুপ্রিয় গাঙ্গুলীকে মারধর করা, জামা ছেড়ার অভিযোগ উঠে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। সুপ্রিয়বাবু বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার চার নিরাপত্তারক্ষীকে সরিয়ে দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ছুটিতে পাঠানো হয় নিরাপত্তা আধিকারিককে । এরপরেই বিক্ষোভ তুলে নেয় পড়ুয়ারা।

গৃহবধূকে ধর্ষণে আটক সাধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্রেশ্বর : এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগে আটক করা হলো এক সাধুবাবাকে। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর। বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম রাসেশ্বরী বাগ্দী। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ি বক্রেশ্বরের বাগ্দীপাড়ায়। শ্বশুরবাড়ি খয়রাশোল ব্লকের রুপুসপুর গ্রামে। দুটি পুত্রসন্তান আছে তার। গত পৌষ মাসে বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে গিয়ে ৬ তলা থেকে পড়ে ঘাড়ে গুরুতর আঘাত পায় গৃহবধূর স্বামী মনোজ বাগ্দী। তারপর থেকে স্বামী সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতো ওই গৃহবধূ। স্বামীর মঙ্গলকামনায় ৩ কিমি দূরের একটি মন্দিরে পুজো দিতে যেতো ওই গৃহবধূ। ৩ সেপ্টেম্বর সকালে ফলমূল নিয়ে ওই গৃহবধূ পুজো দিতে গিয়ে না ফেরায় বিকাল থেকে খোঁজ শুরু হয়। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ঝিলিমিলি কাঁদরে গৃহবধূর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। গৃহবধূর সায়ার দড়ি দিয়ে দুটি হাত বাধাঁ ছিলো। শাড়ির একটা অংশ গলায় পেঁচানো ছিলো। আশ্রমের পাশ থেকে পুজোর ফুল, বেলপাতা উদ্ধার হয়। দুবরাজপুর থানার পুলিশ এসে আটক করে আশ্রমের সাধুবাবা মহাদেব মন্ডলকে। মহাদেবের স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু হয়েছিলো। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আশ্রমের ভিতরে চলত যৌন নির্যাতন, অসামাজিক কাজকর্ম । তন্ত্র সাধনার নামে ওই সাধকের লালসার শিকার হতো মহিলারা । দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

বালিঘাট সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিঘাট নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হলো এক যুবক। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার নারায়ণপুর গ্রাম । গত ৩১শে আগস্টের ঘটনা। গুলিবিদ্ধ যুবক জাহিরুল শেখ বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জাহিরুল এলাকায় তৃণমূলকর্মী বলে পরিচিত। এর আগে বহুবার বালিঘাট নিয়ে সংঘর্ষে উওপ্ত হয়ে উঠেছে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্ত। বালি তোলার প্রতিবাদে সোমবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সাঁইথিয়ার আমুয়া গ্রামের বাসিন্দারা।

সাপ নিয়ে ভয় দেখানো, গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সাপ' নামটা শুনলেই যেকোন মানুষের ভয় লাগে। সেই সাপকে মধ্যমনি করে এক শ্রেণির অসাধু সাপুড়ে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে। এইরকম ঘটনায় বীরভূম জেলা থেকে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থেকে আগত ৬ সাপুড়ের একটি দল ২৯ আগস্ট দুটি দলে ভাগ হয়ে বীরভূম জেলার রুস্তানপুর গ্রামে ঢোকে। দুটি বাড়িতে সাপ ধরার ভয় দেখিয়ে মাদুলি, তাবিজ দিয়ে ১৫০০০ টাকা করে চায় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা বনদপ্তর ও সিউড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তিন সাপুড়েকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃত তিন সাপুড়ে হলো – অর্মান সাপুড়িয়া, কিশোর সাপুড়িয়া এবং জাহিরুল শেখ। পরেরদিন ৩০শে আগস্ট সিউড়ি –১ ব্লকের হুসনাবাদ গ্রাম থেকে চারজন সাপুড়েকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হলো রাজকুমার মাল, পবন মাল, লালন চন্দ্র, রাজকুমার মাল। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি কেউটে, একটি গোখরো ও পাচঁটি মেটে সাপ।

স্বামী, স্ত্রী, পোষ্য কুকুরের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী, স্ত্রী, পোষ্য কুকুরের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূম জেলার নলহাটি থানার জুঙ্গুলগ্রামে। ১ সেপ্টেম্বর সকালে বিছানায় স্ত্রী চায়না মাল, ঝুলন্তাবস্থায় স্বামী জয়দেব মাল এবং বাড়ির বাইরে পোষ্য কুকুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয় । জয়দেব মাল গ্রামে গ্রামে কীর্তন করতো। স্ত্রীকে সন্দেহ করতো জয়দেব। স্ত্রীকে খুনের পর আত্মঘাতী হয় জয়দেব। চিৎকার করায় পোষ্য কুকুরকে পিটিয়ে মারে জয়দেব। অন্যদিকে, মাত্র ১০ কাঠা জমির জন্য জেঠু ও জেঠুমাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো ভাইপোর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি থানার হাসাখালি গ্রামে। ১১ আগস্ট গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় জেঠু বিকাশচন্দ্র সাহা (৬০) এবং জেঠুমা রেখারানি সাহা (৫০) কে। প্রথমে রামপুরহাট পরে অ্যাম্বুলেন্স চালকের যোগসাজশে বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ১৩ই আগস্ট মারা যায় বিকাশচন্দ্র সাহা (৬০)। পলাতক অভিযুক্ত ভাইপো রিন্টু সাহা।

সদর শহরে গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলো দুই দুষ্কৃতী । ৩রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সমেত সিউড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করলো এক যুবককে । ধৃতের নাম প্রসেনজিত দত্ত (২৩) । বাড়ি পুরুলিয়া জেলায় । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৩শে আগস্ট সিউড়ি আইটিআই মোড়ের যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে ৩১৩ গ্রাম হিরোইন সমেত এক মাদক পাচারকারী যুবককে গ্রেপ্তার করলো সিআইডি । ধৃতের নাম শেখ জাহাঙ্গীর । বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচকে ।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, জামিন অধ্যাপকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় আদালতে জামিন পেলো এক অধ্যাপক । বীরভূম জেলার শতাব্দী প্রাচীন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ঘটনা । ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ক্লাস নিতে না গিয়ে ক্লাস নিতে পাঠান অক্ষয় আচার্য্যকে । প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস চলাকালীন অভিযুক্ত অধ্যাপক তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ তৃতীয় বর্ষের ওই কলেজ ছাত্রীর । অভিযুক্ত অক্ষয় আচার্য্য প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক । বাড়ি সিউড়িতে । অধ্যাপকের গ্রেপ্তারের দাবিতে কলেজে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ছাত্র সংসদের সদস্য ও ছাত্রছাত্রীরা । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে । বিকালে দুবরাজপুর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত অধ্যাপক অক্ষয় আচার্য্যকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় । কিছু ছাত্র জোর করে অধ্যাপকের কাঁধ ধরে ক্যামেরার সামনে এনে ছবি তোলায় । অধ্যাপকের শাস্তি চেয়েছে নির্যাতিতা তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী ।অভিযুক্ত অধ্যাপক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমি একা ছিলাম না । ল্যাবরেটরিতে প্রসেনজিৎ দাস এবং সমর বাউড়ী নামে দুইজন টেকনিশিয়ান ছিলেন । আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে ।' পুলিশ তদন্ত করে সত্যি ঘটনা প্রকাশ্যে আনুক চায় সকলেই ।

অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৭

পাথরপ্রতিমা

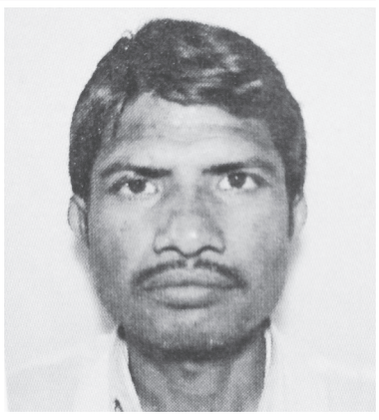

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাথরপ্রতিমার ক্ষেত্রমোহনপুরের ঘটনা। নিহত ভানু মণ্ডল (৪৮)। বুধবার রাতে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় জখম ভানুর। খুনের ঘটনায় ভানুর স্ত্রী লীলাবতী মণ্ডল বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এক মহিলাসহ ৭ জন প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত বাসন্তী মণ্ডলকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত ও বাকিদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। নিহত ভানুর দেহের ময়নাতদন্ত হয় এদিন।

ভানু মণ্ডল ও বাসন্তী মণ্ডল প্রতিবেশী। বাসন্তীকে ভানু ধর্মবোন' পাতিয়েছিলেন। সেইসূত্রে ভানুর অবাধ যাতায়াত ছিল বাসন্তীর বাড়িতে। বাসন্তীর স্বামী খগেন মণ্ডল ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। ৩ সন্তানের মা বাসন্তী। এক মেয়েকে নিয়ে বাসন্তী থাকেন। গত মঙ্গলবার সন্ধেয় বাসন্তীর বাড়িতে ভানুর নিমন্ত্রণ ছিল। রাতে বাসন্তীর বাড়িতে খেতে যান ভানু। খাওয়াদাওয়া যখন শুরু হয়েছে, তখন বাসন্তীর দেওর সহ কয়েকজন প্রতিবেশী এসে বাড়িতে চড়াও হয়। ভানুর সঙ্গে বাসন্তীর অবৈধ সম্পর্ক আছে, এই অভিযোগ তুলে ভানুকে বাড়ি থেকে বের করে এনে ব্যাপক মারধর শুরু করে প্রতিবেশীরা। বাসন্তী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকেও টেনে সরিয়ে দেয় প্রতিবেশীরা। এরপর কিল, চড়, ঘুষির পাশাপাশি লাঠি দিয়েও ভানুকে বেধড়ক মারধর করা হয়। মারের চোটে ভানু একসময় লুটিয়ে পড়েন। খবর যায় ভানুর বাড়িতে। ভানুর পরিবারের লোকজন এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মারা যান।

এই ঘটনায় বাসন্তী সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ভানুর স্ত্রী। বুধবার রাতেই বাসন্তী সহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহতের ভাই গুরুপদ মণ্ডলের অভিযোগ, অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দাদাকে মারে। কিন্তু দাদা বাসন্তীকে বোন পাতিয়েছিল।'

জেলার স্কুলগুলিতে ব্লু হোয়েল আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

তাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রটিকে কাউন্সেলিং–এরও ব্যবস্থা করা হয়। স্কুল সূত্রের খবর নবম শ্রেণিতে গণিতের ক্লাস চলাকালীন শিক্ষক মহাশয় ওই ছাত্রের হাতে প্রথম ক্ষত দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধান শিক্ষককে খবর দেন। প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, 'ব্লেড দিয়ে হাত কাটা দেখে প্রশাসনকে খবর দিই। খবর দিই ছাত্রটির বাবা মাকেও। এরপর জানতে পারি সে আঠারোটি স্টেপ অবধি খেলেছিল।' ছাত্রটির বাবা মা বলেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। ছাত্রটির সঙ্গে কথা বলে জানা যায় প্রথমে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লিঙ্ক পায় সে। কৌতূহল বশত কিছু ধাপ খেলতেও থাকে। হাতে ক্ষতও তৈরি করে সে। প্রশাসনিক স্তর থেকে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করায় স্বভাবতই খুশি সে। ছাত্রটি জানায় যে তার পড়ায় মন বসছিল না, মনমরা লাগছিল। এখন সে অনেকটাই স্বাভাবিক বোধ করছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর সরকারিভাবে এই খেলার লিঙ্ক বন্ধ হলেও পুরনো কিছু ওপেন লিঙ্ক থেকে এই লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে আর তাতেই কৌতূহল বশত মেতে উঠছে ছাত্রছাত্রীরা। এবং এই মর্মে আরও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন বলে মনে করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর প্রশাসনের তরফ থেকে ব্লু হোয়েল সম্পর্কে লিখিত সতর্কবার্তা লিফলেট আকারে বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের ও অভিভাবকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

জ্বরের প্রকোপে বাড়ছে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

উত্তর চব্বিশ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ প্রলয় আচার্য সম্প্রতি বদলি হয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন স্বাস্থ্য ভবন থেকে ডাঃ রাঘবেশ মজুমদার। সমস্ত বিষয়গুলিকে জরুরিকালীন তৎপরতায় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, এর আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গাতে অজানা জ্বরের প্রকোপে বহু মানুষ আক্রান্তের পাশাপাশি কয়েকজনের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছিল আলিপুর বার্তায়। সে সময় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নড়ে চড়ে বসলেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহকুমাগুলির শাসকরা জানিয়েছেন, সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মশারি ব্যবহার করতে হবে। জ্বর হলে অবহেলা না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা দরকার। পাশাপাশি প্রশাসন হাসপাতালগুলির উপর বাড়তি নজর দিচ্ছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তবে সরকারি হাসপাতালগুলির উদাসীনতা ও পরিকাঠামোর অভাবকেই মূলত দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল।

সন্ত্রাসের হাতিয়ার হয়ে উঠছে?

প্রথম পাতার পর

এটা ঠিক যে সমতলবাসী গোর্খাল্যান্ডের ব্যাপারে যতই বিরুদ্ধাচারণ করবেন, ততই পাহাড়বাসীরা গোর্খাল্যান্ডের ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব নেবেন। সমতলের তীব্র বিরোধিতাকে পাহাড়বাসীর উপর সমতলের 'কর্তৃত্বের ইচ্ছা' হিসেবে ধরে নেবে।

আসলে 'গোর্খাল্যান্ড' ধারণাটা পাহাড়বাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে। 'গোর্খাল্যান্ড' যেন একটি স্বপ্ন রাজ্য যেখানে সব সমস্যার সমাধান আছে। যদিও প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক। গোর্খা স্বাভিমান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বোধেই গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনের পটভূমি। তাই কোনও জাতি একে অবদমিত করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে লর্ড বেকনের পর্যবেক্ষণ Force beget force কেবলমাত্র গোর্খাদের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান (রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রেখে) দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং প্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা বিভাজন সমস্যাটিকে তীব্রতর করবে। কিন্তু এটা ঠিক যে গোর্খারা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং আবেগতাড়িত। সাধারণভাবে তারা কোনও দেশদ্রোহী কাজে যুক্ত নয়। তাই সব পক্ষকে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এমন একটি জাতিকে এবং তিনদিকে পাহাড় ও বিদেশি রাষ্ট্রের সীমানাঘেরা দূরতিক্রম্য স্পর্শকাতর দার্জিলিং পাহাড়কে অবিশ্বাস আর শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা শত্রু শিবিরের দিকে ঠেলে না দেওয়া হয়। অথচ বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিমল গুরুংদের তাড়িয়ে বেড়ানোর পরিস্থিতি কিন্তু সেই দিকেই এগোচ্ছে। বিমলদের হাতিয়ার করে সন্ত্রাসবাদীরা যদি কাশ্মীরের মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করে তা ভারতের পক্ষে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠবে।

পুজোর মুখে নিশ্চিন্দায় রাস্তা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর বেশি দিন বাকিও নেই। বৃষ্টিতে জল জমে তা শুকিয়ে গিয়েছে প্রায় দেখতে দেখতে মাস খানেক হল বালি নিশ্চিন্দার সমস্ত রাস্তাঘাটেই। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবলমাত্র নিশ্চিন্দার শান্তিনগর মোড় এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি। এই রাস্তাটি এখনও ভেঙেচুরে এক হাঁটু জলের তলায় যা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। রাস্তার বড় বড় চামটি উঠে গিয়ে মাকড়ি আকারের গর্ত হয়ে গিয়েছে। আর এই গর্ত জলে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে তা আরও ভয়ানক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় মানুষজন থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প গুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল নতুন সাইকেল বিতরণ প্রকল্প। আর এলাকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেই নতুন সাইকেল নিয়ে দক্ষতাহীনতায় চালাতে গিয়ে পড়ছে বিপদে। ভাঙা রাস্তায় টাল সামলাতে না পেরে ঝুপঝাপ পড়ছে জলের মধ্যেই। এতে কেবলমাত্র সাইকেল ভাঙছে না, তার সঙ্গে হাত পাও কেটেকুটে একসা অবস্থা। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল। এই রাস্তা সারাইয়ের বিষয়ে স্থানীয় তিন চার জন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে কোনও জোরদার উত্তর অবশ্য পাওয়া গেল না। সবাই যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন এরকমই অবস্থা। একটু এগোতেই দেখা মিলল সাঁপুই পাড়া বসু কাঠি গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য প্রাক্তন ইতিহাসের শিক্ষক তপন চৌধুরীর সঙ্গে। তাকে এই ভাঙা রাস্তা, জল জমার সমস্যার কবে সমাধান হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন আগস্টেও কয়েকজন মিলে পঞ্চায়েত প্রধান–এর কাছে দরবার করে ছিলেন। জানা গিয়েছে, মিষ্টি জলের প্রকল্পের জন্যে পাইপ বসাতে গিয়ে ভেঙে যাওয়া রাস্তা। কিন্তু পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কিছু টাকা খরচ করে পুজোর আগে রাস্তা সারাবার চেষ্টা হচ্ছে।

ভুয়ো ফোন কল নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুয়ো ফোন কলের ভয় দেখিয়ে উপস্থিত বুদ্ধিতে দোকান থেকে তাড়িয়ে ছাড়লেন পেপসি কোম্পানির ডিলারশিপের লোকজনকে। ডিলারশিপের লোকজন এসেছিলেন দোকান থেকে ফ্রিজ তুলে নিয়ে যেতে বর্ষার পেপসি জাতীয় ঠান্ডা বিক্রি না হওয়ার কারণে। গত বৃহস্পতিবার বেলুড় স্টেশনের কাছে রেখা স্টোর্স নামে একটি দোকানে আসায় দোকানদারের শরীর খারাপ বলে পেপসির ডিলারশিপের লোকজনকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রিজ না দিয়ে খালি হাতে। কিন্তু গত শনিবার অনুরূপভাবে বিকেল তিনটের সময় ফ্রিজ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকজন এলে দোকানদার বলেন এখন বিক্রি বাট্টার সময়, তার উপরে আকাশের অবস্থা ভাল নয় তাই আজ আর ফ্রিজ বের করা যাবে না। আপনারা আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর একটার সময় আসবেন বলে জানান দোকান মালিক মিঠু সমাদ্দার। কিন্তু আবেদন মানতে রাজি হয়নি পেপসি ডিলারশিপের লোকজন। তারা আজকেই ফ্রিজ তুলে নিয়ে যাব বলে জোর খাটান। এবং আঙুল তুলে কথা বলাতে মিঠু সমাদ্দার রেগে গিয়ে এর প্রতিবাদ করে মিথ্যে ভয় দেখাবার জন্যে ভুয়ো কল করেন নিশ্চিন্দা থানায়। আর অন্যদিকে ডিলারশিপের প্রধান দামুবাবুকেও ফোন করেন ডিলারশিপের লোকজনেরা।

সাউথ ও নর্থবাওয়ালি অঞ্চল তৃণমূলের রক্তদান শিবির ও শিক্ষক সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির সাউথ ও নর্থ বাওয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ৫ সেপ্টেম্বর মহেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির, এলাকার শিক্ষক ও কৃতীগুণীজনদের সংবর্ধনান জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি যথাক্রমে জসীমউদ্দিন মল্লিক ও তাপস চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রমুখ। সন্ধ্যায় প্রবীন ও নবীন শিক্ষকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন জেলার সভাধিপতি সামিমা সেখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য, দেবপ্রসাদ মিত্র, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস ও সুনীল ধাড়া।

সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে সাউথ বাওয়ালি পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই সাঁতরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

বন্যা দুর্গতদের জন্য পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ আগস্ট সকালে সিঁথি 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিক', 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' (ঘুঘুডাঙা) ও 'উত্তর কলকাতা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি' উদ্যোগে সিঁথি এলাকায় কয়েক লক্ষ বন্যা কবলিত দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য এক অভিনব 'পদযাত্রার' আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ বর্ণাঢ্য মিছিলে যোগদান করেন প্রখ্যাত সমাজসেবী ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, ডাঃ ক্ষণিকা দাস, পুরমাতা পুষ্পালী সিনহা, শ্যামল দে বিশ্বাস, অনুভাতি বসু মিত্র, দেবপ্রসাদ দাস, রসিকেন্দ্র সরকার প্রমুখ। পবিত্র জনহিতকর 'ত্রাণ তহবিলে' কয়েক হাজার মানুষ অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী দান করেন। সংস্থার কর্তৃপক্ষ সমস্ত দান সামগ্রী 'ভারত সেবাশ্রম সংঘের' দুইজন মহারাজের হাতে অর্পণ করেন।

NOTICE INVITING e–TENDER

No. 11 of 2017–18, DATE : 01.09.2017

E.O, Canning–II., Jibontala, S. 24 Pgs invites online tender (2nd Call) for the Construction work of Boundary wall at Itkhola Purbapara, Sarengabad GP of Canning II Development Block, Dist : South 24 Parganas.

Last date of online tender submission : 14.09.2017 up to 0.5.30 PM

Detailed information will be available in the website : www.etender.wb.nic.in and above stated office.

Sd/–
E.O
Canning–II P.S

NOTICE INVITING e–TENDER

No. 11 of 2017–18, DATE : 01.09.2017

B.D.O., Canning –II Development Block, Jibontala, S. 24 Pgs invites online for the Protection of Bank of Pond and Development of premises adjacent of Pond of Canning–II Development Block, Dist : South 24 Parganas.

Last date of online tender submission : 14.09.2017 up to 05.35 PM

Detailed information will be available in the website : www.etender.wb.nic.in and above stated office.

Sd/–
B.D.O
Canning–II Development Block

ভারতীয় ডাক বিভাগ
আলিপুর হেড পোস্ট অফিস
কলকাতা–৭০০ ০২৭
ডাক জীবন বিমা এজেন্ট নিয়োগের জন্য
''ওয়াক ইন ইন্টারভিউ (Walk in intertview)''

আলিপুর হেড পোস্ট অফিসের ডাক জীবন বিমা পলিসি বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনের ভিত্তিতে কমপক্ষে ৫০(পঞ্চাশ) জন ডাইরেক্ট (Direct) এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক এবং মাধ্যমিক (যদি বসবাস এলাকার জনসংখ্যা ৫০০০এর কম হয়) ও উচ্চমাধ্যমিক (যদি বসবাস এলাকার জনসংখ্যা ৫০০০এর বেশি হয়), শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ইচ্ছুক ভারতীয় নাগরিকদের আগামী ১৫.০৯.২০১৭ (শুক্রবার) সকাল ১২টায় আলিপুর হেড পোস্ট অফিসের সিনিয়র পোস্ট মাস্টারের কার্যালয়ে নির্ধারিত বয়ানে বায়োডাটা এবং অন্যান্য সকল শংসাপত্রের আসল ও প্রতিলিপিসহ ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়োডাটার বয়ান ও বিশদ বিবরণের জন্য আলিপুর হেড পোস্ট অফিসে যে কোনও কাজের দিন যোগাযোগ করা যেতে পারে। উল্লেখ থাকে যে, ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের জন্য কোনও যাতায়াত খরচ লাগবে না এবং সকল আবেদনকারীদের ডাক জীবনবীমা ব্যতীত অন্য যে কোনও জীবনবীমা বিক্রির অনুমোদন থাকবে না।

স্বা/–
সিনিয়র পোস্টমাস্টার
আলিপুর হেড পোস্ট অফিস
কলকাতা–৭০০ ০২৭

মহানগরে

স্যাফের সময়সীমা বাড়লো

বরুণ মণ্ডল : পূরণ করা 'সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম' জমা নেওয়ার সময়সীমা আরও বাড়ল। গত ৬ সেপ্টেম্বর সিপিএম–এর পুর প্রতিনিধি অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, নিউ দিল্লি, পাটনা, আহমেদাবাদ ও বেঙ্গালুরু মহানগরের মতো চলতি অর্থবর্ষের গত ১ এপ্রিল থেকে কলকাতা মহানগরীতে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম' কার্যকর হওয়া থেকে গত ২৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার করদাতা পূরণ করা সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম জমা দিয়েছেন। মহানাগরিক আরও বলেন, বিজ্ঞান সম্মত এই অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতিটি পুরবাসীর ভালোরকম বুঝতে একটু সময় লাগবে। তাই গত ৫ মাসে পুরসংস্থার নথিভুক্ত ৭ লক্ষ ২০ হাজারের অধিক করদাতার মধ্যে মাত্র ৪২ হাজার করদাতা পূরণ করায় স্যাফ ফর্ম জমা নেওয়ার সময়সীমা আরও ৯০ দিন বাড়ানো হল। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পুরসংস্থার নির্দিষ্ট 'অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন ডিপার্টমেন্ট–এ' পূরণ করা এই ফর্ম জমা করা যাবে। কেন্দ্রীয় পুরভবনে ১–৯০ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের ফর্মগুলি জমা করা হচ্ছে। তারাতলা অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন ডিপার্টমেন্টে ১১৫–১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় মেসিডোনিয়া দূতাবাস খুলল যার কনস্যুল হলেন কুচিনার নমিতা বাজোরিয়া। হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রিটের এই দূতাবাসে ৭ সেপ্টেম্বর উপস্থিত ছিলেন মেসিডোনিয়ার অ্যাম্বাসাডার ড. টোনি অ্যাটানাসোভস্কি। তিনি বলেন, মাদার টেরিজার জন্মস্থান এবং কর্মস্থানে এক সেতু তৈরি হলো। এই সেতু মেসিডোনিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ব্যবসা–বাণিজ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের বসনিয়ার রাষ্ট্রদূত সাবিক সুবাসিক, ইকুয়েডরের রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিও মেন্টর ও তাঁর স্ত্রী, জর্ডনের রাষ্ট্রদূত হাসান মহম্মদ, লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত আলি এএস আলইসাই ও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বিদ্যালয় শিক্ষার ফলাফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে বর্তমানে তৃণমূল সরকারের গত ছ'বছরের সময়কালে (২০১১–এর মে থেকে ২০১৭–র মে) রাজ্যে ৫৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯৬৬টি উচ্চ প্রাথমিক (অষ্টম শ্রেণি), ২৭০৬টি সর্বশিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে), ১৬৬টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের (এমএসকে) নবরূপায়ণ হয়েছে। প্রাক–প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের মোট পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ২৯৬টি। বছরে প্রায় ৯.৫ কোটি বই মুদ্রিত ও বিতাড়িত হচ্ছে। গত এক বছরে দু'হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ই–শ্রেণিকক্ষের পরিকাঠামো নির্মাণের নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ৬ বছরে ৫৬৪টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯০৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করতে ৩০১৪টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য ১৫.৪৬ কোটি টাকা এবং ৩৭১৪টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগারের জন্য ৬২.১১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনুমোদিত ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়কের ধারেই ২০১৩ সালে 'ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছে।

জীর্ণ বাড়ি থেকে সরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের দেওয়া হিসেবে শহরে বিপজ্জনক বাড়ি কমবেশি ৩,৫০০টি। এর মধ্যে খুবই বিপজ্জনক প্রায় ১২০০টি। যার বেশিরভাগই উত্তর ও মধ্য কলকাতার ৪ ও ৫ নম্বর বরোর কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ, বউবাজার, মানিকতলা, শোভাবাজার, হাতিবাগান, শিয়ালদহ, বড়বাজার, পোস্তা, পাথুরিয়াঘাটা ইত্যাদি জায়গায়। চলতি বর্ষা এখনও কমবেশি ৪০ দিন চলবে, এই সময়কালে আবার ওই ১২০০টির মধ্যে শ' পাঁচেক অতি বিপজ্জনক বাড়ি আছে যা খোলা চোখে দেখে মনে হয় এই ভেঙে পড়লো বলে।

কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এই ৫০০টির মধ্যে থেকে আপাতত বাছা ১০০ টি বাড়ির মালিককে নোটিশ পাঠাচ্ছে, বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার জন্য, যদিও অস্থায়ীরূপে। পুর সূত্রে খবর, গত এক বছরে কলকাতায় ২৫টিরও বেশি বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আর তাতে চাপা পড়ে ৮ জন মারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, কালীঘাটের ৮বি, সর্দার শঙ্কর রোডের দুতলা বাড়ির মালিক গোপাল দাসের পুত্র 'বিপজ্জনক বাড়ি' নোটিশ ঝোলানো বাড়ি ভেঙে নতুন করে সংস্কারের বিষয়ে পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের কাছে আবেদন করেছে ইতিমধ্যেই। এবং সবচেয়ে বড়ো বিষয় ভাড়াটেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি আদর্শ শিক্ষক, দার্শনিক ভারতরত্ন ডক্টরেট সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনটিতে সারা ভারতে ১৯৬২–র ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের অন্য একটি দাবিকে সামনে রেখে ওনার ইচ্ছানুযায়ী 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালিত হয়। ইউনেসকো স্বীকৃতি দেওয়ার পর সমাজে শিক্ষকদের গুরুত্বকে সম্মান জানাতে এখন অনেক দেশেই এই দিনটি পালিত হয়। কলকাতা পুরসংস্থার প্রাক্তন মুখ্য কার্যনিবাসী আধিকারিক ও মহানাগরিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (সময়কাল: ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) ইচ্ছানুযায়ী পুরসংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা দফতর এদিন বেহালাস্থিত অত্যাধুনিক শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে পুরসংস্থা পরিচালিত সর্বমোট ২৮১টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও সহায়ক–সহায়িকারা শিক্ষক দিবস পালন করেন। পুর বিদ্যালয়ের তিন ছাত্রীর অসাধারণ মনোজ্ঞ গুরুবন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়, পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, ১৪ বরোর অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও ওড়িয়া ভাষার ২৮১ বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। এবার কলকাতার তিন শিক্ষক–শিক্ষিকাকে 'বেস্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড' এবং তিন বিদ্যালয়কে 'বেস্ট স্কুল অ্যাওয়ার্ড' মহানাগরিক প্রাপকদের হাতে তুলে দেন। মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বর্তমান সময়কালে অত্যন্ত উপযুক্ত। এর ফলে সারা বছর ধরে এতোগুলো বিদ্যালয়ের একটা মূল্যায়ণ চলতে থাকে। নজরদারি চলতে থাকে। প্রসঙ্গত, পুরসংস্থার বর্তমান যুগ্ম পুর মহাধ্যক্ষ (উন্নয়ন ও সাধারণ) তাপস চৌধুরি গড়াগাছা কেএমসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমান তিনি আইএএস অফিসার। এদিনের অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক তিনি উপস্থিত ছিলেন।

ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোটাই এদের লক্ষ্য। তাই প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে নতুন জামা–কাপড় তাদের উপহার দেয় 'বন্ধু এক আশা'। প্রত্যন্ত গ্রামে যাদের ঘরে ঘরে এখনও আলো পৌঁছয়নি এই পুজোয় একটা নতুন জামার জন্য মুখ চেয়ে বসে থাকে সেই শিশুদের আনন্দ দেওয়াটাই এদের জীবনের লক্ষ্য বললেন সংস্থার সম্পাদক প্রীতম সরকার। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল উত্তর থেকে দক্ষিণের পুজো কর্তাদের নিয়ে। কারণ তারা এই কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 'বন্ধু এক আশা'কে সাহায্য করার জন্য। আরও মানুষ যাতে এগিয়ে আসে তাদের এই কাজের সঙ্গে শিশুদের আনন্দ দিতে সেই আহ্বানই করলেন সংস্থার সকলে। এবছর তারা ১৫ হাজার শিশুদের নতুন জামাকাপড় দেবেন। প্রত্যেক বছরই তারা আরও বেশি আনন্দ দিতে চান এইসব শিশুদের। যারা পুজোর সময় নতুন জামার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী শতাব্দী রায় সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। আমাদের তরফ থেকে এদের কুর্ণিশ। –ছবি : উৎপল কুমার রায়

রোটারি ক্লাবের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে মানুষটির কাছে তাঁর ছাত্রেরা ও গুণমুগ্ধরা জন্মদিন ঘটা করে পালন করতে চেয়েছিলেন, সেই মানুষটি তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমার জন্মদিন উদযাপনের বদলে যদি জন্ম তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করো তা'হলে আমি অনেক বেশি গর্বিত বোধ করব।'' এই উক্তি যিনি করেছিলেন তিনি হলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তিনি আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি শিক্ষক, তিনি প্রাবন্ধিক, তিনি দার্শনিক। জন্মেছিলেন ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস রূপে মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়। রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা' দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুধু স্মরণই করেনি, সেই সঙ্গে এই ক্লাবে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তাদের স্মারক উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। উৎসবটি হল রোটারি সদনেই গত ৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১–৩০ মিনিটে। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি রোটারিয়ান সৌমেন রায় সেই সব শিক্ষক শিক্ষিকাকে মঞ্চে আহ্বান জানালেন, যাঁরা সম্মানিত হলেন। উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সম্পাদক রোটারিয়ান সমীরণ সেন। 'রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'র তরফ থেকে যাঁরা সম্মানিত হলেন তাদের নাম বসানো রূপোর থালা স্মারক হিসাবে তুলে দেওয়া হল। স্মারকগুলি প্রাপকদের হাতে তুলে দিলেন দুই বর্ষীয়ান রোটারিয়ান ড. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং প্রভাত রোহাতজি। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। সেমিনারের বক্তা ছিলেন শেখর নিয়োগী। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল বিদেশে উচ্চশিক্ষা। বক্তার সঙ্গে রোটারিয়ানদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সিরিনজিনি যোগী। বক্তব্যের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন সঞ্জীব বসু। বক্তার হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন ক্লাব সভাপতি সৌমেন রায়।

ভদ্রেশ্বরের ৫০০ বছরের দুর্গাপুজো

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বরে ঐতিহ্যমন্ডিত দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভদ্রেশ্বর জিটি রোডে মনসাতলার কাছে ছোট গলির মধ্যে অবস্থিত 'সরকার দালানের দুর্গাপুজো। এখানেই প্রায় আনুমানিক পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরে পুজো হয়ে আসছে। যাঁর কারণে ওই জায়গায় 'সরকার দালানের দুর্গাপুজো' বলে দাবি সরকার পরিবারের। তৎকালীন সরকার উত্তরাধিকারীদের চালু করা এই পুজো হয় সাবেকি প্রথা মেনে। এত বছর ধরে এক কাঠামোতে হচ্ছে পুজো। পুজো কমিটির সহ–সভাপতি শম্ভুনাথ সরকার ও সমীর ঘোষ এ প্রসঙ্গে জানালেন, সরকার পরিবারের বৌ নন্দরানী বালা দেবী স্বয়ং উমার স্বপ্নের আদেশ পেয়ে এই পুজোর প্রচলন করেন। প্রথমে ঘট পেতে পুজো শুরু হয়। পরের বছর হোগলা পাতার ছাউনি দিয়ে কাল্পনিক মন্দির তৈরি করে তিনচালার প্রতিমার চালচিত্র তৈরি করে প্রদীপের আলোয় পুজো শুরু করেছিলেন তিনি। তখন বাংলায় নবাবী আমল। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ৬ হাত তৈরি প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহ মূর্তি নরসিংহের রং সাদা ও মহিষাসুরের গাঢ় সবুজ। দেবী প্রতিমাকে আমপাতা রংয়ের ডুরে শাড়ি পরানো হয়। প্রতিটি সাজসজ্জাই থাকে মাটির। কোনও রকম কাপড়ের চিহ্ন থাকে না। এখানে দেবী প্রতিমা এক চালের মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা 'ওয়াই' আকারের চালে থাকে। এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আছেন। মহালয়ার প্রতিপদ থেকে বোধন ও চণ্ডীপাঠ শুরু হয়। এক সময়ের সরকার পরিবারের পুজো এখন সর্বজনীন পুজোর রূপ নিয়েছে। বর্তমান সভাপতি সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, সংগঠন কমিটির সম্পাদক সন্দীপ সরকার (বুবা) বলেন, এখন ঠাকুর দালানেই মাটির প্রতিমা গড়া হয়। পুজোর প্রধান পুরোহিত হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পুজো করেন। প্রতিমার অঙ্গে শোভা পায় সোনার নথ, দুল, টিপ, গলার হার। সবই মানত করা পুরনো দিনের গহনা। ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় যে কটি পুরানো পুজো প্রথম সারিতেই রয়েছে এর মধ্যে নাম উঠে আসে। তার মধ্যে অন্যতম হল ভদ্রেশ্বর সরকার দালানের এই পুজো। কমিটির সৌমেন রায় (রাজু) তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে বললেন, এখানে আগে বলিদান হত। এখন সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আখ, কুমড়ো, শশা বলি হয়। বিসর্জনের দিন মহিলারা মাকে সিঁদুর পরায়, এরপর নিজেদের মধ্যে সিঁদুর খেলা হয়। সন্ধ্যায় বাদ্যি বাজনা সহকারে শ্যামসুন্দর ঘাটে নিরঞ্জন হয়। এই প্রতিমা সবার আগে গঙ্গায় বিসর্জন হয়। তারপরে ভদ্রেশ্বরের অন্য ঠাকুর ভাসান দেওয়া হয়, সেই রীতি এখনও চলছে।

মুখোপাধ্যায় বংশের প্রাচীন দুর্গাপুজো

উত্তরপাড়া

রিম্পি ঘোষ: উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত মুখোপাধ্যায় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো এই বছর ১৯৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পরিবারের সদস্য দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় জানালেন, এই রাজ বংশের পূর্বপুরুষ জগমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে এই পুজোর প্রবর্তন করেন। তাঁর পাঁচপুত্র ছিল। তাঁরা হলেন যথাক্রমে জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জগমোহনবাবু ১৮৪০ সালে মারা যাওয়ার আগে এই পুজো দেবোত্তরের আওতাভুক্ত করে যান।

এর পাশাপাশি তিনি তাঁর পাঁচ পুত্র ও তাঁর বংশধরদের সেবাইত করে যান। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য ছিল বংশের যে বড় তাঁর বাড়িতে এই পুজো হত। সেই সন্তানের অবর্তমানে পরবর্তী যে বড় তাঁর বাড়িতে এই পুজো হত। এইভাবে তা ক্রমে পরিবারের বড়দের মধ্যে চক্রাকারে অনুষ্ঠিত হত। সমগ্র উত্তরপাড়াতে এই পরিবারের সদস্যদের প্রায় ১৪টি বিশাল প্রাসাদ ছিল এবং প্রতিটি প্রাসাদেই ঠাকুর দালান ছিল। এই দালানগুলিতে এই পুজো হত। জগমোহনবাবু ১৮১৫ – ১৬ খ্রিষ্টাব্দে জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহালয়ার দিন এই মন্দিরে তর্পণ করার নিয়ম রয়েছে এই পরিবারের। ১৮৪০ সালে রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া জগমোহন দেবোত্তর ট্রাষ্টকে প্রায় ১০ হাজার টাকা দান করেন। যা হুগলি ট্রেজারিতে রাখা ছিল। সেই টাকার সুদ সরকার প্রদান করতেন যা ব্যয় হত এই পুজোতে।

শাক্তমতে হয় এই পুজো। আগে পাঁঠাবলি হত। ১৮২০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাঁঠাবলি হত। ১৯৭৪ সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সরকার উপরোক্ত অনেক প্রাসাদ অধিগ্রহণ করায় ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই জোড়া শিব মন্দিরে এই পুজো হয়ে আসছে। রূপালি রাংতা দিয়ে প্রতিমাকে সাজানো হয়। বিজয়া দশমীর দিন সকালে প্রতিমার বিসর্জন হয়। এই বছর উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা জগমোহনবাবুর ২২৫ – তম জন্ম বর্ষ।

শক্তিশালী সংগঠনের অনুপস্থিতিতে মৃৎশিল্পীরা সংকটে

নিজস্ব সংবাদদাতা: শারদোৎসব উপলক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরে হুগলি জেলার কুমোরপাড়াগুলিতে চলছে চরম ব্যস্ততা। রাতদিন কাজ চলছে জোরকদমে। চুঁচুড়ার শ্যামবাবু ঘাট অঞ্চলের পেশায় মৃৎশিল্পী উজ্জ্বল পাল ও তাঁর ভাই লাল্টু পাল। গত প্রায় ষোল বছর ধরে উজ্জ্বলবাবু এই প্রতিমা তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত। উজ্জ্বলবাবু জানান, দাদু প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার পালের আমল থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ হয়ে আসছে। পেশায় প্রতিমা শিল্পী লাল্টু পাল খুব ছোট বয়স থেকেই এই কাজ করে আসছেন। প্রতিমা তৈরি করতে মাটি, সাজ, কাপড়, চুল ও রং। সারা বছরে দুর্গা, কালী, কার্তিক, সরস্বতী সব মিলিয়ে প্রায় দু শতাধিক মূর্তি তৈরির বরাত পান। সারা বছরে প্রায় দুই লরি মাটি লাগে এই মূর্তি গড়ে তুলতে। লরি পিছু দাম প্রায় ৪,০০০ টাকা। প্রধানত এঁটেল মাটি, পলি মাটি ও পুকুরের মাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জিএসটি'র – কারণে এখন সেই দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৫,২০০ টাকা। সরকার সীসাবিহীন পরিবেশ বান্ধব রং ব্যবহার করতে বললেও সেই রং খুব দামি হওয়ায় রাসায়নিক রং ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি বলে উজ্জ্বলবাবু জানালেন। কেজি প্রতি এই রঙের দাম ছিল আগে ৪০০ টাকা। এখন তা জিএসটি র জন্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৬০০ – ৬৫০ টাকা। চুলের দাম ছিল প্যাকেট পিছু প্রায় ৪৮০ – ৪৯০ টাকা। এখন তা হয়েছে প্রায় ৬০০ টাকা। প্রতিমার কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত থানের দাম মিটার প্রতি ছিল প্রায় ৭০ – ৭৫ টাকা। এখন তার দামও বাড়বে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক সমস্যা। একটি প্রতিমা বিক্রি করে প্রায় ৫০০ টাকা পাওয়া যায়। একটি ছোট ঠাকুর তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় ৩ – ৪ দিন। উজ্জ্বল পাল ও লাল্টু পালের আধীনে আগে প্রায় ৩ – ৪ জন কর্মী কাজ করতেন। কর্মী পিছু দিতে হত প্রায় ১৭,০০০ – ১৮,০০০ টাকা। কিন্তু এই বছর চরমভাবে এই কর্মী সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে এই দুই ভাইকে। ৩৪ বছর বয়সী লাল্টু পালের প্রায় দশ বছর আগে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় পেটের তলা থেকে সম্পূর্ণ নিম্নাংশ ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে শরীরের নিচের দিকে সরু পাইপের মতো যন্ত্র লাগানো রয়েছে। এই শরীর নিয়ে তিনি কাজ করে যান। লাল্টু পালের এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য সরকারি সাহায্যের আবেদন করে কোনও সুরাহা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে লাল্টুবাবুর ভাই আরেক মৃৎশিল্পী উজ্জ্বল পাল জানান, সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করলেও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। শুধু লাল্টুবাবুই নন তাঁর মতো এইরকম ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিমা শিল্পীর ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। এই বিষয়ে উজ্জ্বলবাবুর আক্ষেপ এই হুগলি জেলাতে মৃৎশিল্পীদের কোনও সংগঠন নেই। সাংগঠনিক শক্তির অভাবেই তাঁরা এইরকম বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু এই চরম ব্যস্ততার মধ্যে বাদ সেধেছে বৃষ্টি। এই অসময়ে বৃষ্টির ফলে চরম অসুবিধায় পড়েছেন প্রতিমা তৈরি করে তা শুকোতে দিতে গিয়ে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে এই মৃৎশিল্পীদের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারি উদাসীনতা। প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায়ও শ্রমিক সংকট দেখা দেওয়ায় প্রতিমা তৈরি করে লাভের মুখ দেখছেন না এই সকল শিল্পীরা। কয়েক বছর আগে মৃৎশিল্পীরা মিলে একটি সংগঠন তৈরির চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। কারণ এই মৃৎশিল্পীরা সকলেই অল্পশিক্ষিত। তাই কোথায় কি করতে হবে তা জানে না। এর ওপর আছে ঋণের সমস্যা। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরাই ঋণ নিয়ে প্রতিমা গড়েন। সেই ঋণের সুদ দিতে গিয়ে লাভ কিছুই থাকে না এমনটাই মত শিল্পীদের। উজ্জ্বলবাবু জানান, চুঁচুড়া স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তাঁরা এই মূর্তি তৈরির কাজ করে থাকেন। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এই পেশায় আসতে চাইছে না। এত কিছু সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের অনুরোধে শিল্পীরা কম বাজেটে প্রতিমা গড়ে দেন। সমগ্র জেলাতে প্রায় পাঁচ শতাধিক মৃৎ শিল্পী রয়েছে। এই জেলাতে অবিলম্বে একটি সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন। মৃৎশিল্পীদের বক্তব্য উপকরণের দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে বা ভর্তুকি দিয়ে সরকার তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবুক।

মাঙ্গলিকী

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শরৎ বন্দনা

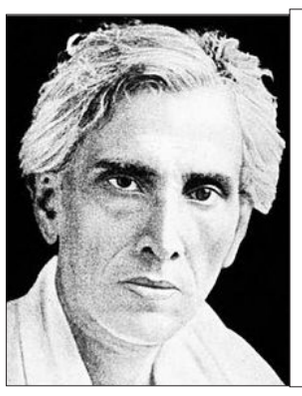

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন দক্ষিণ কলকাতা শাখার আয়োজনে। গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় সভা বসেছিল শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে। প্রথম বক্তব্য রাখেন চৈতালি মুখোপাধ্যায়। তিনি পুরুলিয়া কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক সচিব। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নানা দিক তুলে ধরেন তার বক্তব্যের মাধ্যমে। এরপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত উপন্যাস দেবদাস, এই উপন্যাসের শতবর্ষ ও এই উপন্যাসের চিত্ররূপ নিয়ে তিনি তার বক্তব্যে সকলের মন জয় করেন। সেই প্রসঙ্গেই এসেছে প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত দেবদাস (১৯৩৫), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনীত দেবদাস (১৯৭৯) এবং প্রসেনজিৎ অভিনীত দেবদাস (২০০২) অভিনীত ছবিগুলির কথা এবং তার বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে তিনি শোনালেন প্রথম দুবার নির্মীত দেবদাস ছবি থেকে তিনটি গান, যা অতি জনপ্রিয়। গানগুলি হলো 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে', 'শাওন রাতে যদি', 'যেদিন লব বিদায়'। আলোচনার সভার সভাপতি তথা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সচিব জয়ন্ত ঘোষ এই অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পর্কে বলেন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. পূরবী দত্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা সভার সভাপতি প্রদীপ গুহ ঠাকুরতা।

'গানের ভেলায়' ভাসল মাতৃসংঘের সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাদবপুরের (সন্তোষপুর) মাতৃসংঘের বরিষ্ঠা সঙ্গীতশিল্পীরা সদা গানের ভেলাতেই ভেসে চলেন 'আপন আনন্দে'। 'হাল' ধরে থাকেন তাঁদের সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথ। নিয়মিত চলে পাপড়ি দেবীর আবাসন গৃহের সুরম্য সভাঘরে গানের তালিম। আবার মাঝে মাঝে বসে এই সভাঘরেই গানের আসর। প্রথমে অবশ্যই থাকবে স্থায়ী বেদীতে বসানো ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, গোপাল লালা ও পাপড়ি দেবীর গুরুমার শ্বেত পাথরের তৈরি মূর্তির পূজা, হোম, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, প্রসাদ বিতরণ ও তারপর সঙ্গীতানুষ্ঠান। ছোট টেবিল মাইক থাকার ফলে অনুষ্ঠান আরও জমে ওঠে।

সম্প্রতি এইরকমই এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল মাতৃসংঘের সদস্যাদের উপরোক্ত সভাঘরে। প্রথমে উদ্বোধনী একক সঙ্গীত। পাপড়ি দেবীর পরিবেশন 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যায়'। এরপর সমবেত সঙ্গীত, 'ধ্বনিল আহ্বান'। এরপরেই চলল সংসারে যাঁরা 'পিতামহী'/'মাতামহী'-র আসনে উপবিষ্টা, তাঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহতা নদীর ঢেউয়ের সুমিষ্ট ধ্বনি।

যাঁরা গান শোনালেন তাঁরা হলেন মঞ্জুশ্রী দাস, শিলা দাশগুপ্ত, লুসি দত্ত, দীপ্তি দত্ত, পাপিয়া রক্ষিত, মণিকা মজুমদার, মন্দিরা দাস, দেবী দাস, জয়া মুহুরী, পান্না চক্রবর্তী, আরতি নন্দী, রত্না মজুমদার, রাণু গুহ, প্রণতি বসু, পাপড়ি দেবী, বনানী ব্যানার্জী (পাপড়ি দেবীর নতুন 'বন্ধু'!), মৌতালি সরকার, শেলি দে, বিথিকা ব্যানার্জি, তন্দ্রা চক্রবর্তী, দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য (পাপড়ি দেবীর তরুণী ছাত্রী), ঋতশ্রী মুখার্জী প্রমুখ। শিশু বালিকা আদ্রিজা সরকারের রবীন্দ্রনৃত্য ছিল বিশেষ আকর্ষণ। অনুষ্ঠান কিছুটা এগোবার পর আসরে আসেন স্বনামখ্যাত কবি, বাচিক শিল্পী ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস।

তিনি পাপড়ি দেবীর হাত থেকে সঞ্চালনার দায়িত্ব তুলে নিলেন। মেদবর্জিত কত উজ্জ্বল সঞ্চালনা করা যায় সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান, এদিন তাঁর আরও একবার নিদর্শন রাখলেন ডাঃ বিশ্বাস। বোধহয় তাঁরই কাছে তালিম প্রাপ্ত 'জননীরা শোনালেন সমবেত আবৃত্তি, 'সবলা' (বিশ্বকবি)। আসরে আসেন বরিষ্ঠ আবৃত্তিকার কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শোনালেন 'কিনু গোয়ালার গলি' ও 'আফ্রিকা' কবিতা দুটির অনবদ্য আবৃত্তি। বিশেষ করে তাঁর কণ্ঠে 'আফ্রিকা' কবিতাটির আবৃত্তি এই প্রতিবেদকের বহুদিন মনে থাকবে। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন বিশ্বকবির 'শ্যামলী' কবিতাটির প্রথম 'স্ট্যানজা'। পরে শোনালেন তাঁর স্বরচিত কবিতা, 'তোমার আপন হাতের দোলায়'। ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস এদিন আবৃত্তি থেকে সরে এসে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের বেদ গান (সংস্কৃত) বাংলা অনুবাদ সহ। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় সকলে যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা শোনার, তাঁর যে কোনও কবিতার আবৃত্তি শোনার সে প্রত্যাশা মিটলো কি?

বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল— মৌতালি সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও শোনালেন 'শঙ্খ' কবিতাটির অনবদ্য আবৃত্তি... এদিন বহুজনের গানের সাথে সিনথাসাইজারে জয়ন্ত দাস ও তবলায় অলোক দাসের সঙ্গত গানের ভেলাকে যেন 'আলোকমেলায় সাজালো' তবলচি অলোক দাসকে আরও অভিনন্দন— তবলায় বোলের সাথে তাঁর মুখের হাসি তবলার বোলকে যেন আরও 'মুখরিত' করল অনুষ্ঠানের মাঝে ছিল চা-জলযোগ বিরতি (শেষেও ছিল খাবারের প্যাকেট) অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানলেন পাপড়ি দেবী 'বিশ্ব সাথে যোগে যেথা' ও এই প্রতিবেদনের বরাবরের অনুরোধ 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে' রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি পরিবেশনের মাধ্যমে।

সংযোজন : আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দকিরণ'-এর শারদ সংখ্যার প্রকাশ ঘটবে জীবনানন্দ সভা ঘরে বিকাল ৫টায় ওই অনুষ্ঠানে শাশ্বত 'ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন' স্মারক পদক, মানপত্র তুলে দেওয়া হবে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের হাতে।

তাঁর বহুদিনের প্রাপ্য 'সম্মান' হিসাবে। ব্যবস্থাপনায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির (আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রকাশনা সংস্থা) সাংস্কৃতিক শাখা 'মাঙ্গলিকী'-র উপদেষ্টা স্বনামখ্যাত ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। সাথে থাকবেন 'ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতিরক্ষা' কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার থাকবে 'আলিপুর বার্তা' সংবাদপত্র।

আরও : পাপড়ি দেবী তাঁর কিছু ছাত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝেই হয়ে ওঠেন 'আমি সুদূরের পিয়াসী'— বেড়িয়ে পড়েন দেশভ্রমণে— ছাত্রীদের এটা বিশেষ পাওনা বইকি!

স্বামী অভেদানন্দ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরতি ভজনের পর প্রত্যেক সন্ধ্যাতে রামকৃষ্ণ মঠ বরানগরে ধর্ম আলোচনার আসর বসে। গত ২৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী অভেদানন্দকে স্মরণ করা হল এই সমাগম হয়েছিল এদিনের অনুষ্ঠানে। অভেদানন্দকে স্মরণ করে তাঁর জীবন নিয়ে বক্তৃতা রাখেন ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তৃতার মাঝে মাঝে ছিল ভক্তিময় কিছু গান। যার মধ্যে কিছু গান ছিল স্বরচিত সুরকার

মঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম স্বামী অভেদানন্দ। কালী তপস্বী নামে যার খ্যাতি রামকৃষ্ণ পরিমন্ডলে। প্রচুর ভক্ত প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাখোয়াজে সুকমল দাস ও পার্কাসনে অরুণ দত্ত সহযোগিতা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আরও অনেকে।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাব ঘরে 'জ্যোতির্ময়ের' সপ্তম বার্ষিক মিলনোৎসব বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তের পরিচালনায়, সুদীপ দাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ও স্বপন পালিতের সঞ্চালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন নীরাংশু পাল, সুকান্ত ঘোষাল, শ্যামল দে বিশ্বাস, অভিজিৎ বসু, সুস্মিতা ঘোষাল, যুগল সাহা, চন্দন মুখার্জী, উদয় বসু, তাপস সরকার প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে পঁচিশ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ব্যাগ, পেন প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। গান গেয়ে শোনান সুমা দাস, গৌতম অধিকারী, সৌমদীপ চক্রবর্তী ও সারদাপ্রিয়া সরকার। বাঁশী, পার্কাসন এবং তবলা বাজান দিলীপ চন্দ্র, শিবু দে ও সুব্রত সরকার। কবিতা পাঠ ও নৃত্যে ছিলেন চিত্রিতা মুখার্জী, শুভব্রত ব্যানার্জী ও সৃজা দে।

শেষে 'বিলে থেকে নরেন' ও 'বাঘবর' শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন প্রদীপ্ত রায়চৌধুরী, সঙ্গীতা মণ্ডল, মৌমিতা রায় চৌধুরী, অনিরুদ্ধ রায়, সৌনক সাহা, কেষ্টপদ দাস, শুভব্রত ব্যানার্জী, স্নেহা দত্ত, অঙ্কিশা মণ্ডল, ঐশী চক্রবর্তী, সাত্যকি পাল, উৎসা সাহা ও সৌমি মাইতি। অতিথি এবং সভ্য-সভ্যাগণ স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মধুছন্দা দত্তর ফরাসি ভাষায় কবিগুরুর কিছু গান এবং তার সঙ্গে রূপঙ্কর বাগচির কিছু গান নিয়ে রেনডেস্-ভোয়াস নামক এক অডিও সিডি প্রকাশ হল প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন ফ্রেন্স কনসুলেট জেনারেল ড্যামিন সাইড, প্রখ্যাত চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পবিত্র সরকার, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা এবং শিল্পী।

নবাগতদের লেখা গল্প, কবিতা নিয়ে ৩টি বইয়ের উদ্বোধন হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। ভাদু আদরে চল ভিজি এক জলে... এই শীর্ষক অনুষ্ঠানে বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ওয়েবসাইট লঞ্চ সহ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। আলোচনার কিছু বিষয় ছিল আধুনিক কবিতা, অনু কবিতা , সত্যি কবিতা? এছাড়াও আরও অনেক বিষয়। আলোচনায় এবং বই প্রকাশে অংশগ্রহণ করেন কবি কৃষ্ণা বসু, কবি রতনতনু ঘাটি, কবি তুষার কান্তি রায়, কবি দেবাশিস লাহা, কবি অজিতেশ নাগ, সাহিত্যিক বাসুদেব মালাকার সহ অন্যান্যরা। যে ৩টি বই প্রকাশিত হল সেটি হল গলোন্দু, উপন্যাস অবক্রোশ এবং কবিতা পাড়ার ছলাৎছল।

চন্দননগর পুস্তকাগারের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ১৪৫ তম চন্দননগর পুস্তকাগারে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনে গত ২৭ আগস্ট ও ৩ সেপ্টেম্বর দু'দিন ব্যাপী বিভিন্ন বয়সের শিক্ষানবিশ ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি, বক্তৃতা, নৃত্য ক্যুইজ, বসে আঁকো, গান প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এতে প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫-৬ বছরের শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রথম হল স্বস্তিক মোদক তাঁর আঁকা ছবি 'সাম্প্রদায়িকতা'। দ্বিতীয় শুভমিতা সাহা ছবি বয়স্ক মানুষকে সাহায্য করা। তৃতীয় আন্তরিক দত্ত বহুরূপী সাজসজ্জা। চতুর্থ মৌপ্রিয়া দে শারদ শুভেচ্ছা, শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলো, কাশফুল, শিউলি ফুল প্রভৃতির সমারোহ। ফরাসি আমলে চন্দননগর বিপ্লবীদের পীঠস্থান ছিল। ইতিহাস সমৃদ্ধ চন্দননগর পাঠাগারে বহু মনীষীদের পদধূলি রয়েছে। বর্তমানে পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান সোমনাথ ব্যানার্জী, সুমন্ত পাল, জয়দেব মজুমদার প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন লাইব্রেরির কর্মীরা। আজকাল পত্রিকার লাইব্রেরিয়ান দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন। তবে খুবই আনন্দের কথা এই সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যময় চন্দননগর পাঠাগারে খুবই আনন্দের কথা পাঠাগারের অনুষ্ঠানে জন জোয়ার দেখা যায়। এতে কর্তাব্যক্তিরা সবাই খুশি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সৌজন্যে 'সংস্কার ভারতী'র সিউড়ি শাখা। ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সিউড়ি শাখায় গত ১০ ও ১১ জুন জেলাজুড়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৩ আগস্ট সিউড়ি ডিআরডিসি হলে তারই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন নমিতা চক্রবর্তী, অর্ক মুখার্জী, বিশিষ্ট লোকশিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। সঙ্গীতলেখ্য 'মুক্তির সংগ্রাম' মঞ্চস্থ হয়। অন্যদিকে, ডিওয়াইএফআই-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রামপুরহাট গীতাঞ্জলি লজে ১৬ আগস্ট বিকাল চারটেয় কৃতী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রামপুরহাট এলাকার কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রাহুল গুপ্তের নতুন প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় এই নাচের অনুষ্ঠান বিভিন্ন জেলার বাচ্চাদের নিয়ে, যার বিচারকরা হলেন অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, মিস জিনিয়া মুখার্জি এবং ডাঃ সুব্রত ভট্টাচার্য।

আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ফিনিক্স এর নাটক বীনু বাদলা দীনু

সব্যসাচী সান্যাল : ২০১৫ সালের ৮ ডিসেম্বর মন্দাকিনীর সমুদ্র সৈকতের নির্জন পরিবেশে তিন নেশাগ্রস্ত শিক্ষিত যুবকদের এক অল্পবয়সী মহিলার ওপর পাশবিক যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ কাঁচরাপাড়া ফিনিক্স নাট্য গোষ্ঠীর পরিচালনায় বীনু বাদলা দীনু নামে এক অসাধারণ নাটক আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বর্তমান সময়ে আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের চত্বর নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। নাটকের বিষয় বস্তু ও ভাল অভিনয় যে মানুষের মনে আজও নাড়া দেয় তা বোঝা গেল কলকাতার আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অডিটোরিয়ামে হল ভর্তি দর্শকদের উপস্থিতি। দুর্বল কাহিনীর সিরিয়ালের বিষয়কে দিনের পর দিন টেনে নিয়ে চলা ও বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কের নানা জটিলতা সবসময় দুরদর্শনের পর্দায় দেখানোর জন্য বাংলা মেগাসিরিয়াল মানুষের একঘেঁয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব বিস্তার করছে এবং মস্তিষ্ক চিন্তাশূন্য হয়ে নানা অসামাজিক কাজ সংগঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। ভিন্ন স্বাদের আশায় এই ধরণের নাটক দেখার প্রবণতা বাড়ছে যা সুস্থ সংস্কৃতির লক্ষণ এবং এই ধরণের নাটকের হাত ধরে বাংলার সংস্কৃতির কৌলিন্য আবার ফিরে আসবে। নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের ক্ষমতাবান মানুষদের সমাজে প্রতিপত্তি থাকার সুবাদে নিজেদের সন্তানদের ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের প্রমাণ লোপাট করে যাতে অপরাধের সাজা না হয়।

তাই নাটকের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। নাটকের কাহিনীকার ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর মহান সশস্ত্র বিপ্লবী বিনয়, বাদল, দীনেশদের রাইটার্সের অলিন্দে কুখ্যাত খুনী চার্লস টেগরকে আক্রমণ করে অসফল হবার পর আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা নিপুণ কথায় এই অপরাধীদের বিবেককে জাগ্রত করতে পেরেছে।

বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে তাদের নতুন করে শাস্তির বিধান হয় এবং বিচারের কাঠগড়ায় তাদের পিতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। তাদের পিতার ভোগবিলাসের জীবনে ঠেলে দিয়ে পরোক্ষভাবে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে তা কাঠগড়ায় উঠে তারা ব্যক্ত করে এবং পিতার মতো এই শ্রেণীর মানুষ যে সম পরিমাণ দায়ী তা নাটকের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। চরিত্রগুলির দক্ষ অভিনয় এবং নাটকটির পরিবেশনা যুগোপযোগী বলে মনে হয়েছে।

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী কলাকুশলীরা তাদের নাটকের চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তবে বিশেষ করে বলতে হয় নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় কনক মুখার্জীর কথা যিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা বুদ্ধিদীপ্ত বিবেক জাগ্রত করে মঞ্চে আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। একই সঙ্গে স্টেজে তিনটি চরিত্র বিনয়ের পিতা সত্যব্রত নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসার কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ,অন্যদের পিতা শহরে বিখ্যাত গাইনি, অন্যজন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা ও তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের সংলাপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তীর্থ দত্ত এবং তার অভিনয় গুণে নাটকটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে।

নাটকের রচনা শান্তনু মজুমদার, প্রয়োগ কাবেরী মুখার্জী, মঞ্চ দেবু মাইতি আলো মনোজ প্রসাদ, আবহ নগেন দত্ত, রূপসজ্জা তীর্থ দত্ত, সামগ্রিক পরিকল্পনা কনক মুখার্জী। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছে বনি(বিনয়) এর ভূমিকায় মৃন্ময় মন্ডল, বি-ু(বাদল) এর ভূমিকায় শঙ্কর সাহা, ড্যানি (দীনেশ) এর ভূমিকায় কুনাল চক্রবর্ত্তী, মি. এ' তিন যুবকদের পিতার ভূমিকায় তীর্থ দত্ত, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কনক মুখার্জী, রাজেন এর ভূমিকায় অশোক দাঁ, নিকুঞ্জর ভূমিকায় তপন কুমার মন্ডল, পুলিশের ভূমিকায় দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী ও বিচারকের ভূমিকায় অমিতা সেন।

নাটকের কলাকুশলীরা তাদের অভিনীত চরিত্রগুলি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার চরিত্রে কনক মুখার্জীর অসাধারণ অভিনয় এবং দর্শকদের কাছে ফ্ল্যাশ ব্যাকের পটভূমি এবং বর্তমান সময়ের ঘটনার সংমিশ্রণ বার বার উপস্থিত করার মধ্য দিয়ে অভিনয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনা দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের যুবকদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যৌন লালসা যা সমাজে ব্যাধির আকার ধারণ করেছে তা কিভাবে সমাজের শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় তা যেমন ভাবাবে তেমনি ভাবে আজকের সমাজে বেড়ে চলা যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজ সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। হল থেকে নাটক দেখে বেড়িয়ে আসা দর্শকদের নাটকের বিষয় বস্তু ও অভিনয় নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা গেছে।

তবে নাটকের একটি অংশে বেশ কিছু নিম্নমানের ফোনে কথোপকথন বর্জন করলে নাটকটি আরো রুচিশীল হতো বলে মনে হয় কেননা কলকাতার আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে যে অশ্লীল কথোপকথন পরিবেশন করা যায় তা সুদূর মফ:স্বলে সমালোচনার কারণ হতে পারে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে নাটকের পরিচালক এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। তবে নাটকের সুন্দর পরিবেশনা এবং কলাকুশলীদের সকলের অসাধারণ অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

শুধু হোয়াইট-ওয়াশ নয় চলছে বিরাট ধামাকাও

অরিঞ্জয় মিত্র

একদিকে শ্রীলঙ্কাকে তাদের দেশের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ। অপর দিকে বিরাট কোহলির নিজের

রেকর্ড স্থাপন। সবমিলিয়ে ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরটা একেবারে দুর্দান্ত কাটছে। এখন বাকি শুধু টি-২০। যেভাবে টিম ইন্ডিয়ার রথের চাকা এগোচ্ছে তাতে টি-২০ তেও সমুদ্রতীরবর্তী দেশটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। অসাধারণ অধিনায়কত্বের মাধ্যমে দেশকে একের পর এক জয় এনে দেওয়া ক্যাপ্টেন কোহলি ব্যাট হাতেও ক্রমে অদম্য হয়ে উঠছেন। এই ফারাকটাই অন্যদের থেকে তাকে অন্য মাত্রায় তুলে ধরছে। সত্যি যত দিন যাচ্ছে ততই যেন লাজবাব হয়ে উঠছেন মিস্টার কোহলি। বিরাটের ব্যাটে যেন এখন রানদেবতা ভর করছে। তাই যে ফর্ম্যাটেই তিনি দাঁড়াচ্ছেন সেখানেই রান তাঁকে খুঁজে নিচ্ছে। সেঞ্চুরি তো আসছে বলে বলে। ওয়ান ডে'র পরিসংখ্যানের দিকে যদি একটু তাকানো যায় তবে দেখা যাবে রিকি পন্টিংয়ের মতো ডাকাবুকো অজি তারকার এতদিনকার ৩০ সেঞ্চুরির রেকর্ড বিরাট ছুঁয়ে ফেলেছে এই প্রাক্তন অস্ট্রেলিয় অধিনায়কের থেকে ১৮১ টি ইনিংস কম খেলে। এখন কোহলির সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকর। আপাতত ৩০ আর ৫০-এর মধ্যে ২০-র তফাৎ হলেও যে গতিতে রান তুলছেন নতুন বীরু তথা বিরাট তাতে খুব দ্রুত সেই রেকর্ড যে ভাঙতে চলেছে তা নিশ্চিত। সময়টা কতদিন লাগবে সেটা হয়তো একটা ব্যাপার। কিন্তু যে মোশনে এগোচ্ছেন কোহলি তাতে খুব বেশিদিন তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। ওয়ান ডে বলে নয়, টেস্ট ও টি-২০ তেও অনেকগুলি পালক এবার সম্ভবত বসতে চলেছে বিরাটের নামের পাশে। বস্তুত এই বীরু ম্যাজিকে অভিভূত শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। তাই সব দেশের গণমাধ্যম বিরাটের বীর গাঁথার কথা ঢালাও করে প্রচার করছে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের যেমন অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই বাংলার মহারাজের মতোই বীরু পুরো দলের মধ্যে একতা গড়ে তুলতে একসঙ্গে থাকার ওপর জোর দেন প্রথম থেকেই। তাই তো হঠাৎ করেই রেস্তোঁরায় চলে যান সহ-খেলোয়াড়দের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে। ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো যথারীতি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না শ্রীলঙ্কাতেও । সে ক্যান্ডি হোক আর কলম্বো হোক। এক্ষেত্রে খাওয়ার বিলটাও মেটাচ্ছেন বিরাট স্বয়ং। কোহলিতে মোহিত নন এমন ক্যান্ডিডেট এই ভারতীয় টিমে একজনকেও খুঁজে পাবেন না। শুধু তাই নয়, ম্যাঞ্চেস্টারে জঙ্গি হানার পর যতই সতর্কতা থাকুক না কেন, লন্ডন বা লিডসের রাস্তায় হঠাৎ করে যদি বিরাট বেরিয়ে যান তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বস্তুত এখানেও পূর্বসূরী সৌরভের সঙ্গে তাঁর দারুণ মিল। এই বিরাটের নেতৃত্বে যদি টিম ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার মাটিতে ট্রফি জেতা শুধু নয়, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে জিতে আসার স্পর্ধা দেখান। কোহলিকে তাই দাদার মতো জার্সি খুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পর্যন্ত দেখা গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে।

মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছে। তার মধ্যে বিশ্বকাপ সহ অনেক কিছুই শোভা পাচ্ছে বিসিসিআইয়ের শোভাঘরে। সেই রেশ ধরে এখন গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বিরাট। কোহলির এই দ্বৈত ভূমিকায় সাফল্যের ঝুলি উপচে পড়ছে একেবারে। একদিকে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব, অন্যদিকে ব্যাটিংয়ে শতরানের পর শতরান দুজায়গাতেই নিজের ক্ষমতার বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছেন বিরাট। এভাবে দুটি কঠিন দায়িত্ব কজন বিশ্ব তারকা ঠিকভাবে পালন করতে পেরেছেন তা বড় প্রশ্ন। এই জায়গাতেই সবাই ছাপিয়ে যাচ্ছেন বিরাট। যার জন্য কোহলির নাম এখন উচ্চারিত হচ্ছে গোটা ক্রিকেট বিশ্বের মানচিত্রে। এমনকি ভারতকে জানার জন্য কোহলির নামটা ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য অনেক উন্নত দেশে, যারা সেই অর্থে ক্রিকেটটা খেলে না।

ভোটার তালিকা সংশোধন উপলক্ষ্যে প্রীতি ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: ''চলো খেলি নাম তুলি'' এই স্লোগান নিয়ে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচি ২০১৮ এর আওতাধীন একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৭ মে বারাসত বড়বড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। জেলা প্রশাসন ও বারাসত ব্লক ১ এর তত্ত্বাবধানে ও সুসজ্জিত আয়োজনে জেলা প্রশাসন একাদশ ও সাংবাদিক একাদশ এর মধ্যে এই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অন্তরা আচার্য। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুরজিত বসু, বারাসত ব্লক ১ এর হালিমা বিবি ও হাবড়া ব্লক ১ এর সভাপতি রত্না বিশ্বাস। ম্যাচ শুরুর প্রাক্কালে মাঠ প্রদক্ষিণ করা হয় ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও নেওয়া হয়। খেলা চলাকালীন মাঠের পাশেই নির্ধারিত ক্যাম্পে চলে ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর কাজ। তাতে তদারকি করেন দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা। প্রীতি ম্যাচে বিজয়ী হয় জেলা প্রশাসন একাদশ ও বিজিত দল হয় সাংবাদিক একাদশ। উভয় দলের হাতেই ট্রফি ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়। এই ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী কর্মসূচি চলবে ২২ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ঈদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যথাচিত মর্যাদার

সঙ্গে পালিত হলো ঈদুজ্জোহা উৎসব । কান্দরা নবারুণ সঙ্ঘের পরিচালনায় আব্দুল মহিদ শেখ স্মৃতি উইলার্স ট্রফি ও হাজিনয়িমা বিবি স্মৃতি রানার্স ট্রফি একদিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেলো রবিবার ৩ সেপ্টেম্বর সকাল আটটা থেকে কান্দরা ফুটবল মাঠে। আটটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ফাইনালে ১-০ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয় ভাতার এভার ব্রাইট ফুটবল আকাদেমি। চ্যাম্পিয়ন দল পায় ট্রফি এবং সাত হাজার টাকা। রানার্স হয় কান্দরা তরুণ সঙ্ঘ। রানার্স দল পায় পাচঁ হাজার টাকা। দুপুরের প্রচন্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে খেলা দেখতে মাঠে ছিল ফুটবলপ্রেমীদের চরম উন্মাদনা। শনিবার ২ সেপ্টেম্বর সবার সঙ্গে ঈদের নামাজে অংশ নেন রাজনগরের রাজাসাহেব মহম্মদ রফিকুল আলম খান বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরের ঐতিহাসিক কালীদহের পাশে ঈদগাহ ময়দানে।

নামাজ শেষে জাকাত নিতে হাজির ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা। সবশেষে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে ইদের শুভেচ্ছা জানান রাজনগরের রাজাসাহেব মহম্মদ রফিকুল আলম খান। রবিবার লাভপুরে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। মাঠে দর্শকাসন কানায় কানায় ভর্তি ছিল। এছাড়াও বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ছোটো - বড়ো ফুটবল টুর্নামেন্ট। যা ঘিরে মাতোয়ারা জেলাবাসী।

বারাসত ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষের ৭১ তম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে বারাসত ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব ৩৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও একই সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল দুটি পর্বে। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নের মুহূর্তকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ক্লাব সংলগ্ন অঞ্চলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সভাপতি বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদ তপন কর। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন সম্পাদক সঞ্জয় দাস (রাধে) সহ সম্পাদকদ্বয় প্রবীর দে ও তারক রায় সহ সংস্থার কার্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যবৃন্দ। বৈকালিক পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে। সংস্থার ক্লাব পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক সঞ্জয় দাস (রাধে)। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সংস্থার দুই প্রধান সদস্য বারাসত পুরসভার পুর প্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্থার পক্ষ থেকে ভাষণে সভাপতি তপন কর দুই প্রধান ব্যক্তিত্বকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে প্রাক্তনদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচটি নৈশালোকে বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য পুরপ্রধানকে ধন্যবাদ জানান। পুর প্রধান ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক হওয়ার সুবাদে বলেন ''আমি খেলাধূলার জন্য যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আমাদের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে খেলাধূলাকে রাজ্যের সমস্ত স্তরে সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য'।

এরপরই শুরু হয় নৈশালোকে প্রাক্তনীদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। সবুজ, হলুদ ('এ' টিম) সাদা, নীল ('বি' টিম) জার্সিধারী খেলোয়াড়দের লড়াই ছিল হারিয়ে যাওয়া দক্ষতার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা, তুল্যমূল্য ভাবে 'এ' টিম প্রথম অর্ধে যথেষ্ট ভালো ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ার্ধে 'বি' দল নিজেদের যথেষ্ট গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণে যেতে থাকে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য থাকলে সময়ের কারণে সরাসরি টাই-ভাঙা পদ্ধতিতে 'এ' দলের বিদ্যুৎ ঘোষ বাইরে মারলে 'বি' দলের অরিন্দম রায়চৌধুরী (খোকন) গোল করে 'বি' দলকে বিজয়ী করেন।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও সাতজন আজীবন ক্লাব সদস্য ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক সম্বর্ধনা জানানো হয় মানপত্র, পুষ্পস্তবক দিয়ে। সাত ব্যক্তিরা হলেন দীপককুমার ঘোষ (ক্রিকেট, ফুটবল), বাদলচন্দ্র দাস (ক্রীড়াপ্রেমী), কাজল চট্টোপাধ্যায় (ক্রিকেটার), দীপেন দে (ক্রিকেটার, ক্রীড়া সংগঠক), গৌর গাঙ্গুলি (ফুটবল) মনোতোষ বাগচি (অ্যাথলেট, ফুটবল), মদনমোহন পাল (ক্রীড়াপ্রেমী)।

এছাড়া যে সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী ব্যবসায়ী সংস্থা খেলাধূলার স্বার্থে সহযোগিতার অকৃপণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহযোগিতা করেছে তারা হল মিহির চন্দ্র দাস (মৌচাক মিষ্টান্ন ভান্ডার), দেবব্রত দাস (মা-দুর্গা গারমেন্টস) অজয় সাধুখাঁ (এ এস এন্টারপ্রাইজ), সুমন বিশ্বাস (সুমন গারমেন্টস), তপন পোদ্দার (পোদ্দার স্টিল)। ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি, সম্পাদক ও সমস্ত সদস্য ব্যবসায়ী সংস্থার কর্ণধারগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় 'আইডিয়াল সিনিয়র অ্যাথলেটিকস ক্লাবের সূচনা' শীর্ষক সংবাদে ভুলবশত ভুল ছবি ছাপা হওয়ায় দুঃখিত।

বিঃদ্রঃ- যে ছবিটি ছাপা হয়েছিল, সেটি ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের।

রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো জয় কোন্নগরের মহুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও রূপো জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার উঠতি খেলোয়াড় মহুয়া ধারা। এইবছরই কলকাতাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মহুয়া। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী মহুয়া সোনা ও রূপো জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র ৩ বছর ৭ মাস আগে আগে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি মহুয়ার। কোচ তারকবাবু জানান, খুব অল্পদিন প্রশিক্ষণ নিলেও একগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য মহুয়ার এই সাফল্য বলে তারকবাবু মন্তব্য করেন। কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৪) জেতেন মহুয়া। এরপর হাতে চোট পেয়ে বেশ কিছুদিন তিনি প্রতিযোগিতার বাইরে থাকেন। এরপর ২০১৫ সালে কোন্নগর হাইস্কুলে আয়োজিত জেলা স্তরে প্রতিযোগিতায় তাঁর দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটে। প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই কাতা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ ও রূপো জিতে মহুয়া সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এরপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মাত্র ৩ বছর ৭ মাসের প্রশিক্ষণেই কোন্নগর মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা, পরের বছর জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায়

কাতায় সোনা ও কুমিতে রূপো, আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা (২০১৬), এই বছর কোন্নগরে আয়োজিত জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা (২০১৭ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে মহুয়ার ঝুলিতে। এবার রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও রূপো জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে মহুয়া। এর পাশাপাশি ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট ফার্স্ট ডান অর্জন করেছেন। উত্তরপাড়া কলেজের জুলজিতে সাম্মানিক স্নাতক ছাত্রী ২২ বছরের মহুয়া কোন্নগরের তারাশঙ্কর সরণীর বাসিন্দা। সেখানে তিনি তাঁর মামারবাড়িতে থাকেন। পরিবারে রয়েছেন মা তনুশ্রী ধারা, মাসি ও মামা। অবসর সময়ে মহুয়া গল্পের বই পড়তে ভালোবাসেন। প্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রিয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি, প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান ও প্রিয় অভিনেত্রী কাজল, প্রিয় গায়ক সোনু নিগম, প্রিয় গায়িকা আশা ভোঁসলে ও প্রিয় সিনেমা হলিউডের 'ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস'। ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে মহুয়ার চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। তাঁদের মতো হতে চাই।'' মেয়ের চোখে যখন এতবড় স্বপ্ন তখন সেই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম অবস্থা মা মহুয়া ধারার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। দৈনন্দিন জীবনে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় তাঁদের। মহুয়া জানান একটা চাকরি প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে শেখার পাশাপাশি সরকারী চাকরি করে ভবিষ্যতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

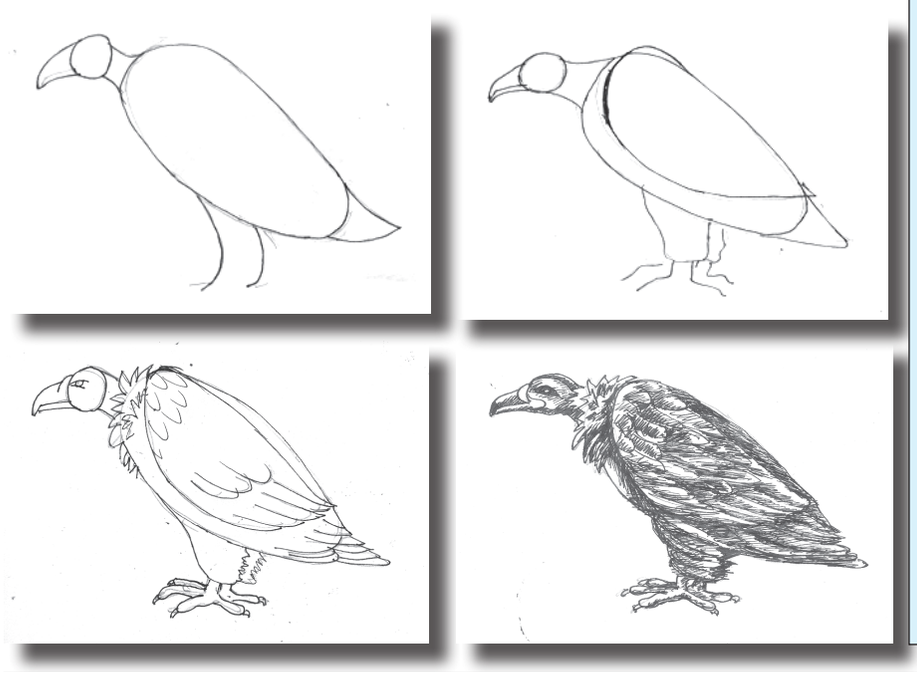

আসছে... শারদীয় আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা

গল্প
ভবানী মুখোপাধ্যায়
শক্তিপদ রাজগুরু
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
নচিকেতা ভরদ্বাজ

গল্প
সিদ্ধার্থ সিংহ
অরিন্দম আচার্য
বিশ্বেশ্বর রায়
সুচিত চক্রবর্তী
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রবন্ধ
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ড. শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা
উপন্যাস
অশোকেশ মিত্র

রম্যরচনা
সুকুমার মন্ডল
কবিতা
রত্নেশ্বর হাজরা
পি সি সরকার জুনিয়র
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
তপনদেব চট্টোপাধ্যায়
উদয় চক্রবর্তী
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন
সিদ্ধার্থ মুখার্জী

এছাড়াও লিখছেন : বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল গোস্বামী, অমিত সঞ্জয়, সৌমেন রায়, সুমিত দাসগুপ্ত, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
নেতাজী নিয়ে : ড. জয়ন্ত চৌধুরী, মৃৎশিল্প নিয়ে : ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা
মুখোমুখি ড. শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এবং সে যুগের চারুলতা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় বিশেষ নিবন্ধ : ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত

এক্ষুনি যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com